অগ্রদূত প্রকাশনার ৬০ বছর

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

৬০ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৩, আগস্ট ২০১৬

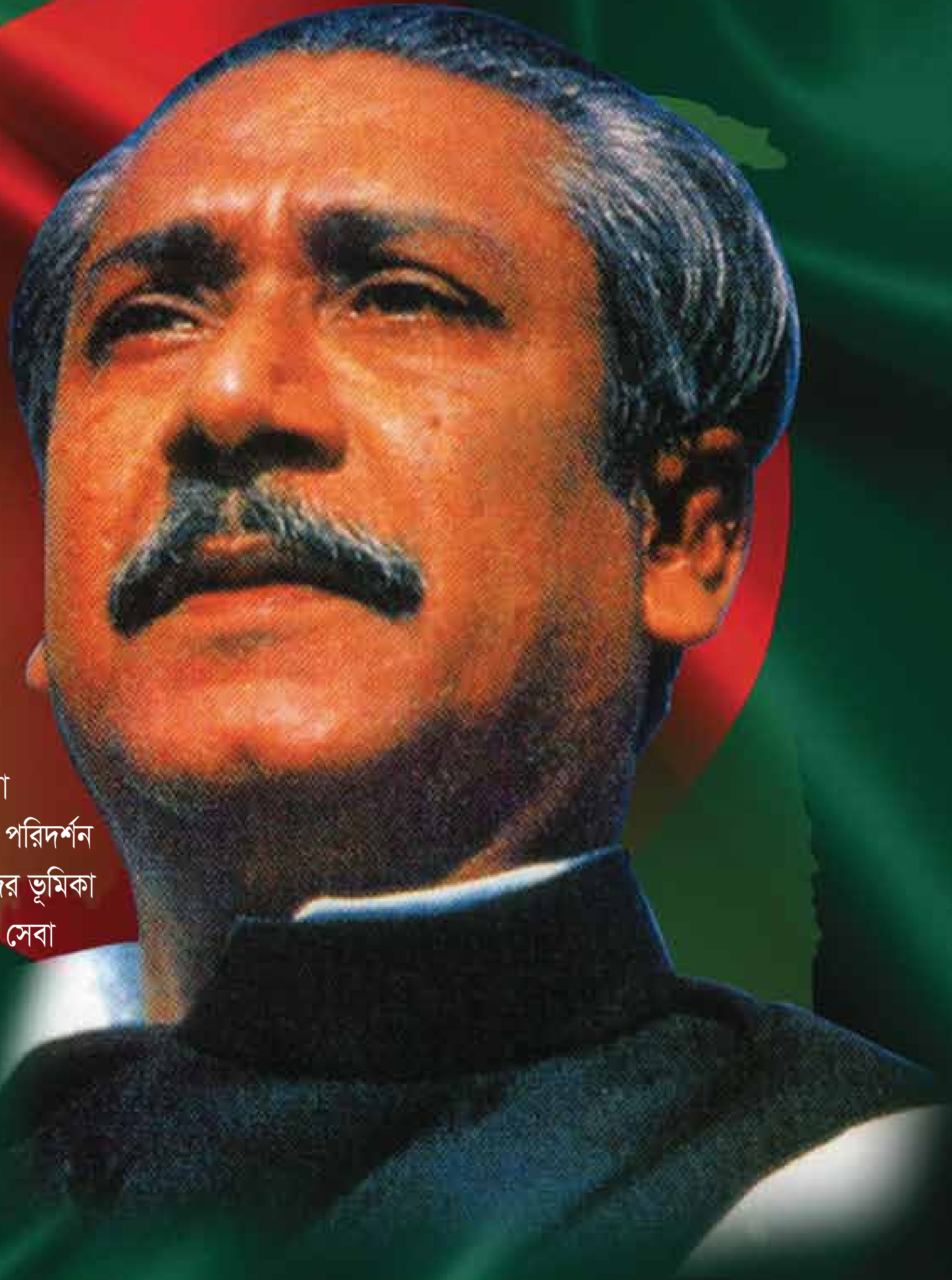

এ সংখ্যায়

- বঙ্গবন্ধু-বাংলাদেশ সমার্থক
- জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা
- চায়না রাষ্ট্রদূতের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন
- আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় যুব সমাজের ভূমিকা
- হজ্জ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটদের সেবা
- বি পি'র আত্মকথা
- তথ্য-প্রযুক্তি
- স্বদেশ-বিবৃতি
- সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ
- স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

কাবিং এর শতবর্ষ 100 Years of Cubbing 1916-2016 Bangladesh Scouts

POWER IS YOURS

DHAKA ELECTRIC SUPPLY COMPANY LIMITED (DESCO)

উন্নততর গ্রাহক সেবা প্রদানে ডেসকো অঙ্গিকারাবদ্ধ

- One Point Service এর মাধ্যমে ডেসকো'র সেবা গ্রহণ করুন।
- বিদ্যুৎ বিল সহজতর ও ঝামেলামুক্ত করতে SMS এর মাধ্যমে ডেসকো'র বিল পরিশোধ করুন।
- e-mail অথবা Website এর মাধ্যমে ডেসকো'র নিয়ন্ত্রণাধীন আপনার এলাকার লোড শেডিং এর খবর জেনে নিন।
- গ্রাহক হয়রানী সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করুন।
- আপনার এলাকায় অনুষ্ঠিত গ্রাহক শুনানীতে অংশগ্রহণ করে আপনার সমস্যা ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিদ্যুৎ স্থাপনা আমাদের জাতীয় সম্পদ; দেশের নাগরিক হিসেবে এগুলো রক্ষা করুন।
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি প্রতিরোধ করুন: বড় ধরনের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- লোড শেডিং কমাতে রাত ৮টার মধ্যে শপিং মল/দোকানপাটসহ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখুন।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন; এসি'র তাপমাত্রা ২৫° সে. বা তার উপর রাখুন।
- দোকান, শপিং মল, বাসা-বাড়ীতে অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা পরিহার করুন।
- কক্ষ/কর্মস্থল ত্যাগের পূর্বে বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বন্ধ করুন।
- দিনের বেলায় জানালার পর্দা সরিয়ে রাখুন, সূর্যের আলো ব্যবহার করুন।
- এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন অপেক্ষা এক ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় অনেক লাভবান।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন; অন্যকে ব্যবহারের সুযোগ দিন।

বিদ্যুৎ খরচ কম হলে - আপনার লাভ তথা দেশের লাভ।

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোঃ তৌফিক আলী

সম্পাদনা পরিষদ
শফিক আলম মেহেদী
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
মোঃ মাহফুজুর রহমান
আখতারুজ জামান খান কবির
মোহাম্মদ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
সুরাইয়া বেগম, এনডিসি
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
মোঃ আবদুল হক

নির্বাহী সম্পাদক
এ.এইচ.এম শামছুল আজাদ

যুগ্ম সম্পাদক
মোঃ মশিউর রহমান

সহ-সম্পাদক
আওলাদ মারুফ
ফরহাদ হোসেন

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

অক্ষর বিন্যাস
আবু হাসান মোহাম্মদ ওয়ালিদ

বিনিময় মূল্য: বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড,
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৩৭৭১৪, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৮৬৪১১৫
ই-মেইল: bsagrodoot@gmail.com
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র
অগ্রদূত
AGRADOOT

৬০ বর্ষ ৮ম সংখ্যা
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৩
আগস্ট ২০১৬

সম্পাদকীয়

আগস্ট মাস শোকের মাস। ১৯৭৫ সালের এ মাসের ১৫ আগস্ট এদেশের ইতিহাসে ঘটে যায় বর্বোরচিত হত্যাকান্ড, বিশ্বাসঘাতকতার নির্মম ও নিষ্ঠুরতম বিরল ঘটনা। কুচক্রি স্বার্থনেষী কতিপয় বিপথগামী সেনা সদস্য পরাজিত ঘাতক পাকিস্তানি'র ইন্ধনে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ও তাঁর পরিবারের ১৭ জন সদস্যকে হত্যা করে।

বঙ্গবন্ধু বাঙালীর স্বাধীনতার প্রতীক ও প্রেরণা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির প্ররোচনায় জাতির জনককে হত্যা ছিল এক দুরভিসন্ধি রাজনৈতিক হত্যা। শোক বিহবল বাঙালী জাতি সেদিনকার হত্যাকে মেনে নিতে পারে নাই, পারবে না চিরকাল। সে কারণে আজ সেই শোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বাঙালীর ঘরে ঘরে বঙ্গবন্ধু চির জাগরুক হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাত বার্ষিকী ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

আমরা মহান নেতা জাতির জনকের শাহাদাত বার্ষিকীতে তাঁর ও পরিবারের অন্যান্য শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। বাংলাদেশ স্কাউটস যথাযথ মর্যাদা সহকারে দেশব্যাপী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহদাত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেছে।

অগ্রদূত-এর লেখক–পাঠকের পক্ষ থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। এই সংখ্যায় জাতির জনকের জীবনালেখ্যের ওপর সংক্ষিপ্তাকারে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন ছাপা হলো।

অষ্টম জাতীয় ক্যাম্পুরী

উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা...

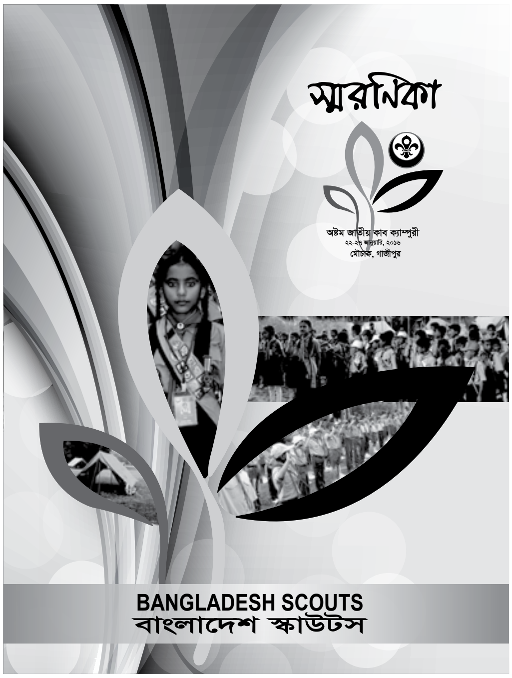

প্রোগ্রাম বুলেটিন

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর প্রোগ্রাম বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হচ্ছে...

সূচীপত্র

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সমার্থক	০৩
জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা বঙ্গবন্ধু আদর্শ অনুসরণের আহবান	০৬
চায়না রাষ্ট্রদূত এর জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন	০৮
আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় যুব সংগঠনের ভূমিকা শীর্ষক মতবিনিময় সভা	০৯
হজ্জ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটদের সেবাদান কার্যক্রম	১১
স্কাউটস-ইউএনডিপি সমঝোতা স্মারক	১৩
পিআরএস অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের মূল্যায়ন ক্যাম্প	১৪
আত্মকথা– লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল	১৫
স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৭
ভ্রমণ কাহিনী	২৫
ছড়া-কবিতা	২৭
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ	২৮
তথ্য-প্রযুক্তি	২৯
খেলা-ধুলা	৩০
স্বাস্থ্য-কথা	৩১
স্বদেশ-বিবৃতি	৩২
চিত্র-বিচিত্র	৩৩
স্কাউট সংবাদ	৩৪
স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা	৪০

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে অগ্রদূত এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার অগ্রদূত-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন অগ্রদূত পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানের ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

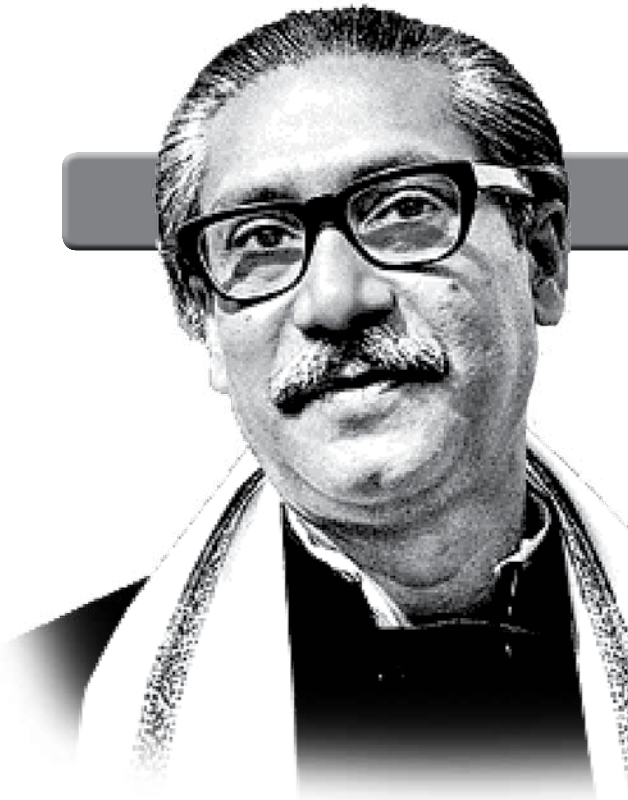

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সমার্থক

১৯৭১ সালের মার্চের উত্তাল দিনগুলোতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যান চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে। তাঁর আহূত অসহযোগ আন্দোলন আর অসহযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সে আন্দোলন রূপ নেয় বিশাল গণবিদ্রোহে।

১৯৭১ সাল বিশ্বব্যাপী আলোচিত বাঙ্গালীদের বিপ্লবী জীবনে উদ্ভাসিত রক্তীম সূর্যালোকে স্বোপার্জিত স্বাধীনতার অর্জনের স্বর্ণখচিত অধ্যায়। এই দেশ ও জাতির স্বাধীকার আন্দোলনের রূপকার বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত অন্যতম আলোচিত ও আলোড়িত এবং মোহনীয় ব্যত্তিত্ব বাঙ্গালীর হাজার বছরের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের বাঙ্গালীর স্বাধীনতার প্রতীক ও প্রেরণা। এ দেশের নিপীড়িত, লাঞ্চিত, নির্যাযিত, নিঃস্পেষিত মুক্তিকামী মানুষের জন্য তাঁর সংগ্রামী জীবন শুরু। প্রতিবাদ-আন্দোলন, জেল-জুলুমের মধ্য দিয়েই তিনি গণমানুষের এক কিংবদন্তী নেতায় পরিণত হন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও পরবর্তী ঘটনা, ১৯৫৮-১৯৫৯ সালে কারা জীবন ১৯৬৪ সালের দাঙ্গায় আত্মমানবতার সেবা, ১৯৬৬ সালে ৬ দফা ও তাঁর পরবর্তী পাক সরকারের নির্যাতন-জেল-নির্যাতন, ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্রমামলা সবকিছুর মূলেই ছিল অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুকে দাবীয়ে রাখার জন্য পাকিস্তান সরকারের ষড়যন্ত্র। বঙ্গবন্ধু সেই ষড়যন্ত্র থেকে নিজে বেরিয়ে এসে বাঙ্গালী জাতিকে মুক্তির দিক নির্দেশনা দানের সংগ্রামী জীবন শুরু করে করেছিলেন।

সেই বিদ্রোহকালীন অবস্থায়ও জনগণকে শান্ত রাখা এবং সামনে চলার কাজটি সুচারুভাবে করেছিলেন তিনি। তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণই হয়ে উঠে দিক নির্দেশনা। মুক্তিকামী দেশবাসীতো মন্ত্রমুগ্ধের মত আকৃষ্ট হয়। এছাড়া বিদেশি রাষ্ট্র নেতা, লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবিরাও অবাক বিস্ময়ে দেখেছেন একজন ব্যক্তি কিভাবে, প্রশাসন, পুলিশ ও সেনাবাহিনী ছাড়াই সমগ্র জনগোষ্ঠীকে পরিচালিত করেছেন। তাঁর প্রতিটি আদেশ-নির্দেশ জনগণ মেনে নিয়েছে তাঁর কথায় লাখ লাখ তরুণ, আবাল বৃদ্ধ বণিতা জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। তিনি দলমত নির্বিশেষে সবাইকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত রাখতে পেরেছিলেন। এ ছিল এ ভূখন্ডের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা।

বঙ্গবন্ধুর আহবানে এ দেশের আপামর জনতা মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। পঁচিশে মার্চ মধ্য রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে তার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। পরবর্তী নয় মাস তদানিন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে কারারুদ্ধ করে রাখে। পঁচিশ মার্চ রাত থেকেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদের দোসরদের নিয়ে শুরু করে পৈচাশিক গণহত্যা। দেশব্যাপী শুরু করে হত্যা, লুন্ঠন, ধর্ষন, নির্যাতন জালাও পোড়াও চেষ্টা। বাঙালী মুক্তিকামী মুক্তিযোদ্ধারা তীব্র গেরিলা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ভারতীয় মিত্র বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করে। নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ চলে। রক্তস্নাত এ মাটিতে যুদ্ধে আমরা হারাই অগণিত মুক্তিকামী মানুষকে, ৩০ লক্ষ মা-বোন পাকসেনা ও তার দোসরদের হাতে ইজ্জত হারায়।

পাকিস্তানি মারণাস্ত্র লাখো জীবন কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু আমাদের বিজয়কে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। কারারুদ্ধ শেখ মুজিবুর রহমান তখন পাকিস্তানিদের কাছে বেশি ভীতি ও শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ান। বিশ্ব জনমত গড়ে উঠে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে। পাকিস্তানি শাসক ইয়াহিয়া খান এক পর্যায় শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের শত্রু আখ্যায়িত করে এবং মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ আগষ্ট মাসে কারাগারে আটক বাঙালি নেতা শেখ মুজিবের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করে। জানা গেছে পাকিস্তানি সামরিক আদালতে গোপন এই বিচার কার্যের রায় ঘোষণার আগেই ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেছিলেন 'শেখ মুজিব যে অপরাধ করেছেন সে শাস্তি মৃত্যুদন্ড'। ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণায় বিশ্ব নেতারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রহসনমূলক বিচারের তীব্র নিন্দা জানান বিশ্ব নেতৃবৃন্দ। তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী শেখ মুজিবের জীবন রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য ২৪টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে চিঠি লেখেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর পরেই বাংলাদেশ বিশ্বের অনেক দেশের স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশ্ব সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইতিহাসের মহানায়ক হিসেবে শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন হন।

বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য সংগ্রামী জীবন ও মোহনীয় ব্যক্তিত্ব এবং সাধারণ মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা বাঙলীর মানস পটে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে বিবেচিত। তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত এদেশকে পুনগঠনের লক্ষে মাত্র সাড়ে তিন বছর নেতৃত্ব দিতে পেরেছেন। সেই সাড়ে তিন বছরেই তিনি একটি দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, কৃষিসহ প্রায় সব খাতকে ভঙ্গুর

অবস্থা থেকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উন্নয়নের দিকে ধাবিত করেছিলেন। শুরু করে দিয়েছিলেন দেশ বিনির্মাণের যাত্রা।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর সদ্য স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রনায়ক হয়ে ক্রমান্বয়ে মর্যাদাবান ও রাষ্ট্রনায়কোচিত নেতৃত্ব দানের জন্য বিশ্বনেতৃবৃন্দের কাছে সম্মানিত হয়ে উঠেছিলেন। কমনওয়েলথ অব নেশন, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, ইসলামিক সম্মেলন ও জাতিসংঘ- এ সকল সম্মেলনও অধিবেশনগুলোতে বঙ্গবন্ধু ছিলেন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ট সহযোগী তোফায়েল আহমেদ (বর্তমান সরকারের মাননীয় মন্ত্রী) তাঁর এক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ভারতের কলকাতা বিগ্রেড ময়দানে প্রায় ২০ লক্ষাধিক মানুষের মহাসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিয়েছিলেন। সেকি বক্তৃতা! কলকাতার মানুষ সেদিন বাড়িঘর ছেড়ে জনসভায় ছুটে এসেছিলেন। সভাশেষে রাজভবনে যখন দ্বিপক্ষীয় আলোচনা হয়, তখন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আমার জন্মদিন ১৭ মার্চ। আপনি সেদিন বাংলাদেশ সফরে আসবেন। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার সফরের আগেই আমি চাই আপনার সেনাবাহিনী বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে নেবেন। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাংলার মাটি স্পর্শ করার আগেই ১২ মার্চ বিদায়ী কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করেছিলেন।"

১৯৭৩-এর ৩ আগষ্ট কানাডার অটোয়ায় ৩২ দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের কমনওয়েলথ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও সকল নেতাদের মাঝে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭৩-এর ৯ সেপ্টেম্বর আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে মোট ছয়জন নেতার নামে তোরণ নির্মিত হয়েছিলো। এর মধ্যে জীবিত দুই নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অন্যজন মার্শাল জোসেফ ব্রোঞ্জ টিটো। আলজেরিয়ার মঞ্চে দাঁড়িয়েই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন 'বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত শোষক ও শোষিত। আমি শোষিতদের পক্ষে।' দেশ ও বিশ্বময় জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা ও ঈষর্ণীয় সাফল্যে পরাজিত পাকিস্তানি পক্ষ পরাজয়ের গ্লানি ঘুচাতে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্র আঁটছিলো। দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের এ দেশীয় এজেন্ট সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল সেনা জাতির জনককে সপরিবারে ১৭ জন সদস্য ও কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারসহ প্রায় ১৮ জনকে হত্যা করে।

এমন বিশ্বাসঘাতকতাও বোধ হয় আর কেউ দেখেনি। তাই সেদিন বিশ্ব বিবেক হয়ে গিয়েছিল নিস্তব্ধ, শোকে মুহ্যমান আর বিমূঢ় বাকহারা হয়ে গিয়েছিলো বাঙালি সমাজের সাথে সাথে বিশ্ববাসি।

যে মহান ব্যক্তি একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিল সেই তাকেই তারই দেশের মানুষের হাতে সপরিবারে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে- তা বিশ্ববাসির কাছে ছিল যেমন অবাক বিস্ময়ের তেমনি শোকের। সেদিন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালি জাতির জনক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ডের খবর শুনে কেদেঁছিলো বাংলার জনগণ। এখানে উল্লেখ্য, পলাশী যুদ্ধের প্রহসন শেষে মীর জাফরের নির্দেশে মোহাম্মদ আলী নবাব সিরাজউদৌলাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো। সেই বিশ্বাসঘাতকতা, সেই নৃশংসতা আবার দেখল বিশ্ববাসী। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে এদেশীয় ষড়যন্ত্রকারীরা না চিনলেও চিনেছিলেন বিশ্বের সবরথী মহারথীরা।

কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্বে, সাহসিকতাই এই মহামানবই হিমালয়। আর এভাবেই আমি হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি'। ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামের ভাষায় বঙ্গবন্ধু নিজেই ছিলেন 'ঐশ্বরিক আগুন' এবং তিনি নিজেই সে আগুনে ডানাযুক্ত করতে পেরেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুকে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন পছন্দ করতো না। তবুও তারা কী চোখে দেখত বঙ্গবন্ধুকে তাঁর একটি উদহারণ- ১৯৭০ সালে ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল জেনারেলের যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো রিপোর্ট। ১৯৭৪ এর ২২ ফেব্রুয়ারি যেদিন বঙ্গবন্ধু ওআইসি সম্মেলনে লাহোরে গিয়েছিলেন। সেখানেও পাকিস্তানি পরাজিত শত্রু দেশের সাধারণ মানুষ বিমানবন্দরের দুপাশের দাঁড়িয়ে শ্লোগান তুলেছিলো 'জিয়ে মুজিব জিয়ে মুজিব অর্থাৎ মুজিব জিন্দাবাদ মুজিব জিন্দাবাদ। লাহোরে সেই সম্মেলনের মূলকেন্দ্রবিন্দু ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। এমনকি যতক্ষণ বঙ্গবন্ধু লাহোরে না পোঁছেছেন ততক্ষণ সম্মেলন শুরুই হয়নি বঙ্গবন্ধুর জন্য একদিন সম্মেলন স্থগিত হয়েছিল। (তথ্য সূত্র: স্মৃতি ও সংগ্রাম মধুর দিনগুলো লেখক– তোফায়েল আহমেদ)। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিজের লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়লেই বোঝা যায় তিনি কেমন মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন 'একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানব জাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালী হিসেবে যা কিছু বাঙালির সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালবাসা, অক্ষয় ভালবাসা, যে ভালবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।'

এদেশের মানুষের জন্য অসীম মমত্ববোধ ও বাঙালী জাতিকে শোষিতের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে অধিকার আদায়ের প্রত্যয়ে সচেষ্ট করার জন্য আজন্ম যে আহবান জানিয়েছে এবং তাঁর ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশের ঠিকানা পেয়েছে। এজন্য নিজের জীবন দিয়ে যে অবদান রেখেছেন তাতে এ কথা অনস্বীকার্য যে, বঙ্গবন্ধু-বাংলাদেশ সমার্থক।

বঙ্গন্ধুর জীবনের সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য তুলে ধরা হলো: শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম ১৭ মার্চ, ১৯২০ ও শাহাদাতবরণ করেন ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫। তিনি ফরিদপুর

জেলার গোপালগঞ্জে পাটগাতি ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতা সায়েরা খাতুন। চার কন্যা এবং দুই পুত্রের সংসারে তিনি তৃতীয় সন্তান। তাঁর বড় বোন ফাতেমা বেগম, মেজ বোন আছিয়া বেগম, সেজ বোন হেলেন ও ছোট বোন লাইলী; তাঁর ছোট ভাইয়ের নাম শেখ আবু নাসের। তিনি বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং পরবর্তীতে এদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। জনসাধারণের কাছে তিনি 'শেখ মুজিবুর' এবং 'শেখ সাহেব' হিসেবে বেশি পরিচিত; তাঁর উপাধি 'বঙ্গবন্ধু', ডাক নাম 'খোকা' এলাকার মানুষ ডাকতো 'মিয়া ভাই' বলে।

● ১৯২৭ সালে সাত বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। ● ১৯৩৪ সালে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় তাঁর বেরিবেরি রোগ হয়, এসময় প্রায় ২ বছর চিকিৎসা চলে, কলকাতায় তাঁর চিকিৎসা করেন- ডা. শিপপদ ভট্টাচার্য ও একে রায় চৌধুরী। ● ১৯৩৬ সালে তাঁর চোখে গ্লুকোমা নামক রোগ হয়, কলকাতায় তার রোগের চিকিৎসা করেন- ডা. টি আহমেদ। ● ১৯৩৮ সালে তিনি ফজিলাতুন্নেসার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ● তাঁর কন্যারা হলেন- বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। পুত্রদের নাম- শেখ কামাল, শেখ জামাল এবং শেখ রাসেল। ● প্রথম কারাবরণ করেন- ১৯৩৮ সালে, ৭ দিন কারাভোগের পরে জামিনে মুক্তি পান। ● ১৯৩৮ সালে মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় থেকেই বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। ● ১৯৪০ সালে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। ● কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালীন সময়ে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন। ● ১৯৪৩ সালে তিনি বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ● ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের মহাসচিব নির্বাচিত হন। ● ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ধর্মঘট পালন কালে তিনি গ্রেফতার হন, কিন্তু ছাত্রসমাজের তীব্র প্রতিবাদের মুখে ১৫ মার্চ তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। ● ঐ বছর ১৯ মার্চ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে একটি আন্দোলন পরিচালনা করেন। ● ঐ বছর ১১ সেপ্টেম্বর তাঁকে আবার আটক করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার করা হয়। ● ২০১২ সালে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের তার হৃত ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দেয়। ● ২৩ জুন, ১৯৪৯ মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের পূর্ব পাকিস্থান অংশের যুগ্ম সচিব নির্বাচিত হন।

● ১৯৫০ সালে দুর্ভিক্ষবিরোধী মিছিলের নেতৃত্ব দেয়ায় আটক হন এবং দুই বছর জেল হয়। ● ৯ই জুলাই, ১৯৫৩ তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের সেক্রেটারি জেনারেল (মহাসচিব) নির্বাচিত হন। ● ১০ মার্চ, ১৯৫৪ সাধারণ নির্বাচনে তিনি গোপালগঞ্জ আসনে মুসলীম লীগ নেতা ওয়াহিদুজ্জামানকে ১৩,০০০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। ● ১৯৫৪ সালের ১৫ মে তাঁকে কৃষি ও বন মন্ত্রীর দায়িত্ব প্রদান করেন। ● ১৯৫৫ সালের ৫ জুন তিনি আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ● ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৩ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান নেতায় পরিণত হন। ● ৫ ফ্রেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ সালে লাহোরের অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনে তিনি বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবী পেশ করেন। ● ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য' শিরোনামে মামলা দায়ের করে। ● ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৯ সালে হোসেন শহীদ সোহারাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশ নামকরণ করেন। ● ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে বিশাল গণ-সংম্বর্ধনায় ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। ● ৩ মার্চ, ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির জনক' বলে আখ্যা দেন আ.স.ম আব্দুর রব। ● ৭ মার্চ, ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় তিনি স্বাধীনতার ডাক দেন এবং ঘোষণা করেন- 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" ● যুদ্ধবর্তী সময়ে শেখ মুজিবকে বন্দি করে রাখা হলেও তার নামেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়, তিনিই মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক।

● পাকিস্তানি শাসকবৃন্দ শেখ মুজিবকে- ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি মুক্তি দেয়, তিনি ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ● তিনি সংসদকে একটি নতুন সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেন এবং চারটি মূলনীতি হিসেবে 'জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র' ঘোষণা করেন। ● ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে নতুন সংবিধান কার্যকর করা হয়। ● ১৯৭৩ সালের জাতীয় নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং তিনি বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত সরকার গঠন করেন। ● ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের মোট ১৭ জনকে হত্যা করা হয়।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীগ্রন্থ- 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', প্রকাশকাল-২০১২, প্রকাশ করেছে 'দি ইউনিভার্সিটি' প্রেস লিমিটেড। ইংরেজীতে 'The Unfinished Memoirs' নামে অনুদিত।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: ১. অসমাপ্ত আত্মজীবনী- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনী। ২. মুজিব ভাই- এবিএম মূসা। ৩. বঙ্গবন্ধুর সহজ পাঠ- আতিয়ার রহমান। ৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাঙালী- কামাল উদ্দিন হোসেন। ৫. দেয়াল (উপন্যাস)- হুমায়ূন আহমেদ। ৬. বঙ্গবন্ধু জাতি রাষ্ট্রের জনক- প্রত্যয় জসীম। ৭. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কাছে থেকে দেখা- মুস্তাফা সারওয়ার। ৮. জনকের মুখ- আখতার হুসেন (সম্পাদক)।

■ তথ্য সংগ্রহ: স্কাউটার ফরহাদ হোসেন
সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত।

জাতীয় শোক দিবসের আলোচনাঃ বঙ্গবন্ধু আদর্শ অনুসরণের আহবান

শোক দিবসের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি প্রধান জাতীয় কমিশনার, কোষাধ্যক্ষ, জাতীয় কমিশনারগণ ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য

১৫ আগস্ট, ২০১৬ সোমবার বাংলাদেশ স্কাউটস যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে 'জাতীয় শোক দিবস' পালন করে। 'জাতীয় শোক দিবস' এর কর্মসূচি হিসেবে সকাল ৯টায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনারবৃন্দের নেতৃত্বে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। এতে জাতীয় উপ কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটসের নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় সদর দফতরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, ঢাকা জেলা রোভার, ঢাকা জেলা রেলওয়ে, ঢাকা জেলা নৌ, ঢাকা জেলা এয়ার ও ঢাকা মেট্রোপলিটন এর স্কাউট, রোভার স্কাউট ও লিডারবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। দুপুর ২:৩০ মিনিটে শামস হল, জাতীয় স্কাউট ভবন, কাকরাইল ঢাকায় কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, স্ব-রচিত কবিতা আবৃত্তি ও উপস্থিত বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেল ৫:৩০ মিনিটে শামস হল, জাতীয় স্কাউট ভবন, কাকরাইল, ঢাকায় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আবদুস সালাম খান, কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ স্কাউটস। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কর্মময় জীবন সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব মোঃ আফজাল হোসেন, সদস্য, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, জনাব শফিক আলম মেহেদী, জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক), জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) ও কাজী নাজমূল হক, জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং)। কবিতা আবৃত্তি করেন জনাব মোঃ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ)। কবিতার নাম- পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস। বাংলাদেশ স্কাউটস এর সিনিয়র নেতৃবৃন্দ, কাব স্কাউট, স্কাউট

ও রোভার স্কাউটসহ আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা মোঃ ফয়জুল্লাহ দোয়া ও মিলাদ পরিচালনা করেন।

জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক) জনাব শফিক আলম মেহেদী তাঁর বক্তৃতায় বলেন, পৃথিবীর মহান নেতাদের প্রণয়ন দিবস পালন করা হয় না। কারণ মহান নেতাদের মৃত্যু নেই। তাঁদের জন্মদিন পালন করা হয়। তাই আজ আমরা বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করব। আমরা ভাগ্যবান, আমরা ৭ই মার্চ দেখেছি, আমরা বঙ্গবন্ধুকে কাছ থেকে দেখেছি। বঙ্গবন্ধু সময়ের পিতা, শ্রেষ্ঠতম বাঙ্গালী, স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু সমার্থক। তিনি ট্রাজেডির নায়ক।

জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব আফজাল হোসেন বলেন, স্বাধীনতার পর আমরা যখন পিএ নাজির ভাইকে স্কাউট আন্দোলনের প্রধান নেতা তৈরী করলাম। তখন পিএ নাজির ভাই বললেন আমি ঢাকা, ময়মনসিংহ ও রাজশাহীর জেলা প্রশাসক থাকাকালীন বঙ্গবন্ধুকে রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার করেছিলাম। এখন যদি আপনারা আমাকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান নেতা করেন এটি বঙ্গবন্ধু হয়তো বা মেনে নিবেন না। তখন আমরা বঙ্গবন্ধুর নিকট গেলাম এবং পিএ নাজির ভাইকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান নেতা বানানোর কথা বললাম। বঙ্গবন্ধু সাথে সাথে বললেন যা তোরা যা করেছিস তাই হবে। বঙ্গবন্ধুর মত মহান নেতার পক্ষে কেবল এমন সম্ভব।

প্রধান জাতীয় কমিশনার ডঃ মোঃ মোজাম্মেল হক খান বলেন, বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের মহানায়ক, তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি। তিনি ৫৫ বছর বেঁচে ছিলেন, যার মধ্যে ১২ বছরই জেলে কাটিয়েছেন। তাঁর এই ৫৫ বছর জীবন এতই সম্মৃদ্ধ ছিল যে, দিনের পর দিন তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। আমরা আমাদের মননে, চলনে তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করব। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ পৃথিবীর ঐতিহাসিক ২০টি ভাষণের মধ্যে একটি। এই ভাষণ অলিখিত কয়েক মিনিটের কিন্ত এর ব্যাপ্তি বিশ্বব্যাপি স্বীকৃত। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধে মারা যাননি। এ দেশের কিছু কুচক্রি, লোভী ও বিপথগামীদের হাতে তিনি নির্মমভাবে পরিবারসহ নিহত হন। তিনি এত বড় হৃদয়ের মানুষ ছিলেন যে, তিনি কখনো চিন্তাও করতেন না যে বাঙ্গালীরা তাকে মারবে। স্বাধীনতার ৩.৫ বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে উন্নয়নের চাকা যখন সচল করতে ছিলেন এমন সময় কুচক্রি, লোভী ও বিপথ গামীদের হাতে নিহত হন। তার সম্পর্কে বিদেশী কিছু রাজনৈতিক নেতা ও ভারত বেতারের মন্তব্য তিনি ব্যক্ত করেন:

ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছিলেন- আমি হিমালয় দেখিনি, আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখেছি। আমি আর হিমালয় দেখতে চাই না।

ভারত বেতার, ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট সম্প্রচার করেছিলেন- যিশু মারা গেছেন, এই যিশুকে মানুষ পুজা করে এমন একদিন আসবে বাঙ্গালীরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হৃদয় দিয়ে স্মরণ করবে।

তখনকার বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এক বক্তব্যে বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা, তোমাদের জাতির জন্য ট্রাজেডী আর আমার জন্য ব্যাক্তিগত ট্রাজেডী।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আর তাঁর কন্যা জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে এগিয়ে যাব।

সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ উল্লেখ করেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণে বলেছিলেন আমি বাঙ্গালী, আমি মানুষ ও আমি মুসলমান। এগুলো ব্যাখ্যা করলে ঘন্টার পর ঘন্টা বলা যাবে। বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য ব্যাখা করলে অনেক কিছু পাওয়া যায়। আবার মানুষের গুণাবলী ব্যাখ্যা করলে অনেকগুণ পাই। তিনি বলেন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিব ছিলেন বর্তমান বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ। বঙ্গবন্ধু জনাব তোফায়েল আহমেদ এর নিকট টাকা রাখতেন। জনাব তোফায়েল আহমেদ টাকার হিসাব দিতে চাইলে বঙ্গবন্ধু বলতেন তোমার হিসাব দেয়ার প্রয়োজন নেই। তবুও যখন জনাব তোফায়েল আহমেদ হিসাব দিতেন তখন বঙ্গবন্ধু বলতেন তুমি কাকে কত টাকা দিয়েছ তার নাম লিখে রাখছ কেন। এতে ঐ লোকটা লজ্জা পেতে পারে। একজন মুসলমান হিসেবে তিনি ছিলেন উদার। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু জামালপুর গিয়েছিলেন তাঁকে দেখার জন্য মানুষ গাছ, বিল্ডিং, টিনের চালে উঠে ছিলেন। সেই মহান নেতাকে কুচক্রি, বিশ্বাসঘাতক ও লোভীরা খুন করে। তাঁর দেশ শাসনের সময়কাল ছিল মাত্র ৩.৫ বছর। এই স্বল্প সময় এমন কোন সেক্টর নেই, যেখানে তাঁর হাতের স্পর্শ লাগেনি। তিনি দূরদর্শী নেতা ছিলেন। তিনি চেয়ে ছিলেন বাংলাদেশ হবে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে তারই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৩০ সালে টেকসই উন্নয়নে এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশ তৈরীর কাজ করে যাচ্ছেন। তোমরা যারা ছাত্র তোমাদের উচিৎ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে ভালমত লেখাপড়া করা। ভালমত স্কাউটিং করা। কারণ স্কাউটিং ভাল নেতা তৈরী করে। আমরা বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা থেকে সুন্দর সম্মৃদ্ধ দেশ গড়ব এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

আলোচনা সভা শেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শাহাদাত বরণকারী সকল সদস্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং দেশের সুখ ও সম্মৃদ্ধির জন্য দোয়া করা হয়।

■ প্রতিবেদক: মোঃ শামসুল হক
পরিচালক (সংগঠন), বাংলাদেশ স্কাউটস

চায়না রাষ্ট্রদূত এর জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন

স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান চায়না রাষ্ট্রদূতকে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেন

বাংলাদেশে নিযুক্ত চায়না মহামান্য রাষ্ট্রদূত জনাব মা মিংকিয়াং ১৩ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর পরিদর্শন করেন। রাষ্ট্রদূত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পৌছালে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ডঃ মোঃ মোজাম্মেল হক খান ফুল দিয়ে স্বাগত জানান। এ সময় প্রধান জাতীয় কমিশনার এর সাথে বাংলাদেশ স্কাউটসের গার্ল ইন স্কাউটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি প্রফেসর নাজমা শামস, জনাব মুঃ তৌহিদুল ইসলাম , জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন), জনাব মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া, জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন) , জনাব আখতারুজ জামান খান কবির, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন), জনাব মোঃ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ), জনাব মোঃ মাহমুদুল হক , জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প), জনাব মোঃ আবদুল হক,জাতীয় কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন), জনাব ফেরদৌস আহমেদ, জাতীয় কমিশনার (অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস), জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, সৈয়দ রফিক আহমেদ, জাতীয় উপ কমিশনার (ফাউন্ডেশন), জনাব মাহবুবা খানম, জাতীয় উপ কমিশনার (গার্ল ইন স্কাউটিং), জনাব এস এম আলম, জেলা প্রশাসক, গাজীপুর, জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ, পুলিশ সুপার, গাজীপুর, জনাব এস এম ফেরদৌস, উপ সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন। রাষ্টদূতের সফর সঙ্গী হিসেবে ছিলেন কমার্শিয়াল কাউন্সিলর জনাব লি গুয়ান জান, পিএস টু অ্যাম্বাসেডর জনাব ঝাং জিয়ান ও থার্ড সেক্রেটারী জনাব লি ডংচাও।

রাষ্ট্রদূত মৌচাকে অনুষ্ঠিত স্কাউট ইউনিট লিডার প্রশিক্ষণ কোর্স পরিদর্শন করেন। এ সময় বাংলাদেশ স্কাউটস ও জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পর্কে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেনেটশন উপস্থাপন করেন জনাব আহমেদ কাজী আসিফুল হক, পরিচালক (প্রশিক্ষণ)। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন্ জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক(ভারপ্রাপ্ত)। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের গার্ল ইন স্কাউটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি প্রফেসর নাজমা শামস। বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চায়না মহামান্য রাষ্ট্রদূত জনাব মা মিংকিয়াং এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ডঃ মোঃ মোজাম্মেল হক খান। এ সময় বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনারগণ, জাতীয় উপ কমিশনার, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ, জেলা পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ, কোর্স ষ্টাফগণ, বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ, সাংবাদিকগণ, কোর্সের অংশগ্রহণকারীগণ উপস্থিত ছিলেন। এরপর রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটস এর যাদুঘর পরিদর্শন করেন। তিনি পরিদর্শন বহিতে স্বাক্ষর করেন। যাদুঘর পরিদর্শন শেষে রাষ্ট্রদূত মৌচাক স্কাউট স্কুল পরিদর্শনে যান এ সময় অতিথিদের স্কুলে স্বাগত জানান স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষকগণ এবং ছাত্র/ছাত্রীরা। অতিথিদের সামনে নৃত্য পরিবেশন করে স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীরা। জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক এর লে-আউট প্লান সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখা প্রদান করেন জনাব মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া, জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন)। রাষ্ট্রদূত চায়না সরকারের অর্থায়নে মৌচাকে একটি ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের কথা বললে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ডঃ মোঃ মোজাম্মেল হক খান এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং দুই পক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত হবে মর্মে মত ব্যক্ত করেন।

■ **অগ্রদূত প্রতিবেদন**

আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় যুব সংগঠনের ভূমিকা শীর্ষক মতবিনিময় সভা

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান জাতীয় কমিশনার কোষাধ্যক্ষ, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) ও নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

বাংলাদেশ স্কাউটস এর উদ্যোগে ২৪ জুলাই ২০১৬ তারিখে জাতীয় স্কাউট ভবন এর শামস হলে "আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় যুব সংগঠনের ভূমিকা শীর্ষক মতবিনিময় সভা" অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন, জনাব মোঃ শাহ কামাল, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) বাংলাদেশ স্কাউটস ও সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি , বাংলাদেশ স্কাউটস ও মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ড. মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সভায় পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও ব্যক্তি পরিচিতি শেষে সূচনা বক্তব্য রাখেন, ড. মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তিনি সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে স্বাগত জানিয়ে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় যুব সংগঠনসমূহ কি কি ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়ে পরামর্শ ও আলোচনার আহবান জানান। এরপর আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বিষয়ক মূখ্য প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, জনাব মোঃ মোহসীন, জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) বাংলাদেশ স্কাউটস ও যুগ্ম সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। মূখ্য প্রবন্ধ উপস্থাপন শেষে প্রধান জাতীয় কমিশনার এর সঞ্চালনায় বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

পর্যায়ক্রমে আলোচনায় অংশ নেন জনাব মোঃ ফজলুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় তরুণ সংঘ জনাব নেয়ামত উল্লাহ বাবু, সভাপতি, ভ্রাতৃসংঘ , জনাব মাহাবুব আলম শেখ, মহাসচিব,বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ফেডারেশন, জনাব বিলকিস নাহার, অপরাজেয় বাংলাদেশ, জনাব মোঃ জাহান হোসেন নাহিদ,সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমা প্রকৌশলী যুব পরিষদ , জনাব রেজাউল করিম, সভাপতি, ডে বাংলাদেশ, জনাব সাইদুল ইসলাম, জনাব আলমগীর, নিউজ প্রেজেন্টার, বাংলাভিশন, জনাব মোঃ সামসুল ইসলাম রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, জনাব শরীফ আশরাফুজ্জামান, জাতীয় কমিশনার (বিধি) বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর, জনাব ফরিদা ইয়াসমিন, ডিসি, ডিএমপি, জনাব হোসনে আরা বেগম, প্রতিনিধি, বাংলাদেশ গার্ল-গাইডস এসোসিয়েশন, কাজী জিয়া শামস, সবুজ সুন্দর, জনাব শুকুর সালেক, মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় যুব সংগঠন ফেডারেশন, জনাব জামাল হোসেন নাহিদ, বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমা প্রকৌশলী যুব পরিষদ, জনাব রেজাউল করীম বাবু জাতীয় যুব কাউন্সিল, জনাব সাইদুল মুরছালিন, জনাব নূর আফতার বানু উপস্থাপক, নকশি কাঁথা, জনাব নুরুল ইসলাম- ডব্লিউ আই ডি, জনাব সিরেক- ঢাকাবাসী, জনাব রাহাত- সাংবাদিক, জনাব- শুকুর সালেক ঢাকাবাসী সংগঠন।

বিগ্রেডিয়ার জেনারেল এস এস ফেরদৌস, এনডিসি, পিএসসি, মহাপরিচালক বিএনসিসি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া সহিংস ঘটনাগুলোকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে আজ দেশের এ অবস্থা। দেশের বর্তমান এ অবস্থাকে দুর্যোগ বলা যেতে পারে। যে সকল ক্ষেত্র থেকে এ সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোকে চিহ্নিত করে তা উত্তরণের উপায় বের করতে হবে। সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। ছাত্ররা যাতে বিপদগামী না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। ধর্মকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। নানা ঋষি নানা মতে চলছে। ৭০% স্কুলে স্কাউট, বিএনসিসি, গার্ল-গাইড নেই। সেজন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে স্কাউটিং, বিএনসিসি এবং গার্ল-গাইড চালু করা হয় এজন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রয়োজন। এছাড়াও তিনি সকল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্কাউট, বিএনসিসি, রোটারেক্ট এবং গার্ল-গাইডকে একটি প্লাট ফরমে আনা যায় কিনা তা ভেবে দেখার পরামর্শ দেন। প্রফেসর ড.

নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ, প্রো-ভিসি, বিইউপি, তাঁর বক্তব্যে যুবকদের কাজে শৃংখলা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধিসহ যুক্তিবিদ্যা চর্চা করার আহবান জানান।

সভার সভাপতি জনাব মোঃ শাহ কামাল, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) বাংলাদেশ স্কাউটস বলেন, সরকারের পাশাপাশি অন্যান্য যুব সংগঠনের দায়িত্ব রয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা করা। যেকোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় ভালো কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়। প্রতিটি যুব সংগঠনকে আগে নিজেরা সংগঠিত হয়ে সমস্যাটি সমাধান করতে হবে। নিজ নিজ সংগঠনের সদস্যদেরকে মটিভেট করতে হবে। সমস্যা খুঁজে বের করতে পারলে ৫০% সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। আমাদের কারিকুলাম পরিবর্তন করে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নিতে হবে। ভবিষ্যতে কে কি হতে চায় তা ঠিক করে যুক্তরাজ্যের ন্যায় কর্মসূচি চালু করা যেতে পারে। যুবকদের জন্য প্লাট ফরম তৈরী করতে হবে। তিনি দেশের স্বার্থে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহবান জানান।

সভার বিশেষ অতিথি, ডঃ মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারীদের সাথে সহযোগিতা করার কৌশল অর্জন করা। একটি ফুল থেকে হাজারো ফুল ফুটতে পারে। কাজ করার পরিবেশ ঠিক রাখতে হবে। সন্ত্রাসীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দেয়া বন্ধ করতে হবে। দেশকে ভালোবাসতে হবে, দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। তিনি কমিউনিটি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবার থেকে সন্তানদের ভালো মানুষ হিসেবে তৈরী করার চেষ্ঠা করার আহবান জানান। তিনি উপস্থিত প্রতিটি সংগঠনের প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যার যার অবস্থান থেকে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেন।

সভার প্রধান অতিথি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস বলেন, মোট ৩২ জন বক্তার বক্তব্যের সারমর্ম একত্রিত করলে দেখা যাচ্ছে যে, সকল সংগঠনের কাজকর্ম ও পরিধি বাড়াতে হবে। ১৮-৩০ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের কাছে পৌঁছাতে হবে। প্রত্যেককেই এ বিষয়ে কাজ করতে হবে। অল্প ব্যয়ে বেশী সংখ্যক কাজ করতে হবে। ভালো কাজে সরকারের সমর্থন পাওয়া যাবে। যার ঘরে আগুন লেগেছে তাকে তা থামানোর উদ্যোগ নিতে হবে। ভয়ের মধ্যে থাকলে চলবেনা। ভয়ে থাকলে মরতে হবে। তিনি সকলকে সংগঠিত ও একত্রিত হয়ে কাজ করার আহবান জানান। একই সাথে এই সভার একটি কমপাইল রিপোর্ট তৈরী করে তা ফলোআপ করার জন্য আগামী একমাস পর পুনরায় বসার তাগিদ দেন।

সভার শেষ লগ্নে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) বাংলাদেশ স্কাউটস। তিনি বাংলাদেশ স্কাউটসের আহবানে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, সভায় দেয়া পরামর্শসমূহ একত্রিত করে অংশগ্রহণকারী সকলের নিকট প্রেরণ করা হবে। যাতে আমরা সকলে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে কাজ শুরু করতে পারি।

সভায় অংশগ্রহণকারীদের আলোচনা মোতাবেক আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় যুব সংগঠনের ভূমিকা শীর্ষক সমন্বিত সুপারিশ নিম্নরূপ:

০১. প্রতিটি সংগঠন কর্তৃক নিজ নিজ এলাকায় অন্যান্য কাজের সাথে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।
০২. সংগঠনগুলো নিজ নিজ সদস্যদের মাধ্যমে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সকলকে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করা।
০৩. অল্প ব্যয়ে ইয়ুথদের কাজে লাগানোর কৌশল ব্যবহার।
০৪. সন্ত্রাসী কার্যক্রম, ইন্ধনদাতা ও অর্থদাতা সম্পর্কে কোন তথ্য জানা থাকলে তা কর্তৃপক্ষকে জানানো।
০৫. যে সকল ইয়ুথ ডিসিপ্লিন এর বাহিরে আছে তাদেরকে টার্গেট করে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
০৬. সকল যুব সংগঠনকে একটি প্লাটফরম এ আনা যায় কিনা সে বিষয়ে কাজ করা।
০৭. অভিন্ন সমস্যা নিয়ে যুব সংগঠনসমূহ একত্রে কাজ করতে পারে।
০৮. সকল সংগঠনকে তাদের শর্ট টার্ম, মিড টার্ম এবং লং টার্ম পরিকল্পনা করে কাজ করতে হবে। বর্তমানে শর্ট টার্ম প্রোগ্রামে কাজ করতে হবে।
০৯. ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা যাতে না হয় সে দিকে নজর দিতে হবে।
১০. পাড়ায় ও মহল্লায় কমিটিতে কাজ করে সমস্যা সমাধানের উপায় বের করতে হবে।
১১. স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, খেলাধুলা ও স্কাউটিং বাড়াতে হবে।
১২. মনস্তাত্বিক বিষয়ে নজর দিতে হবে।
১৩. বাড়ীতে ছেলে মেয়েদের গতিবিধি সহ তাদের নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।
১৪. স্কুল কলেজে ছেলে মেয়েরা কি করে সে দিকে অভিভাবকদের নজর রাখতে হবে
১৫. মিডিয়ায় প্রচার বৃদ্ধি করতে হবে।
১৬. স্কাউটিং এর কার্যক্রম অধিক হারে সম্প্রসারণ করতে হবে।
১৭. খেলাধুলার স্পেস বের করতে হবে।
১৮. জাতীয় পর্যায়ে যুব কাউন্সিল গঠন করা।
১৯. একমাস পরে আবার এ ধরণের সভা আয়োজন করে বিভিন্ন যুব সংগঠন কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রম মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

■ **অগ্রদূত প্রতিবেদন**

হজ্জ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটদের সেবাদান কার্যক্রম

রোভার স্কাউটদের মূলমন্ত্র হচ্ছে 'সেবা'। সেবার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে রোভার স্কাউটরা সকল সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। এরূপ একটি সেবা কার্যক্রম হজ্জ যাত্রীদের যাত্রাসুবিধা দানে অস্থায়ীভাবে ঢাকায় অবস্থানকালীন সেবাদান। প্রতি বছর হাজীদের জন্য অস্থায়ী হজ্জ ক্যাম্পের আয়োজন শুরু হয়েছিল শাহবাগস্থ বর্তমান জাতীয় যাদুঘর থেকে। পরবর্তীতে আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ বেতারের পাশে অবস্থিত জাতীয় আর্কাইভ ভবনের স্থানে। পরবর্তীতে তা মহাখালীস্থ বর্তমানে গাউসুল আজম মসজিদ কমপ্লেক্স, তারপরে মিরপুর ১৪ নম্বরস্থ সরকারি হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ। সেখান থেকে বর্তমান রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল ও কলেজে, তারপর গাজীপুরস্থ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে বর্তমানে আশকোনাস্থ স্থানে এসে স্থায়ী হয়েছে। ১৯৭৭ সালে প্রথমবারের মত হজ্জ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটদের সেবাদান কার্যক্রম শুরু হয়। সেই থেকে পর্যায়ক্রমে আজ ২০১৬ সাল এসে তা ৪০ বছরে পা রাখছে। যা একটি যুগান্তকারী ঘটনা। শুরুতে শুধুমাত্র সরকারি ব্যবস্থাপনায় এদেশের হজ্জ যাত্রীগণ হজ্জে যেতে পারতেন। পরবর্তীতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হ্যাব এর মাধ্যমে হজ্জ যাত্রীগণ হজ্জে যেতে পারছেন।

বর্তমানে স্থায়ী হজ্জ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটরা প্রতি বছর প্রায় ৩৮-৪০ দিন ব্যাপী হজ্জ যাত্রীগণকে সেবা দিয়ে আসছে। প্রতিদিন ৬ ঘন্টা করে ৪টি শিফটে প্রায় ১০০ জন রোভার স্কাউট ও কর্মকর্তা হজ্জ ক্যাম্পে সেবাদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। পুরো ক্যাম্প প্রায় ৪০০০ জন রোভার স্কাউট এই দায়িত্ব পালন করে। হজ্জ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটরা সেবাদান কার্যক্রমকে একটি পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে মনে করে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে থাকে। রোভার স্কাউটরা ৪০ বছর যাবৎ হজ্জ ক্যাম্পে সম্মানিত হজ্জ যাত্রীগণকে সেবা দিয়ে আসছে কিন্তু তাঁদের সেবাকালীন সময়ে হজ্জ ক্যাম্পে কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা আজও গড়ে উঠেনি। তাঁদেরকে অনেকাংশে কষ্টকর জীবন যাপন করতে হয়। রোভার স্কাউটরা প্রতি বছর প্রায় ৩৮-৪০ দিন ব্যাপী ৪০০০ জন রোভার স্কাউট হজ্জ ক্যাম্পে সেবাদান করে থাকে। অতীতে রোভার স্কাউটদের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে তেমন কোন বরাদ্দ ছিল না। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতি বছর রোভার স্কাউটদের সেবাদান করার জন্য এককালীন ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। তবে এ বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কারণ একজন রোভার স্কাউটকে প্রতি শিফটে সম্মানী বাবদ মাত্র ১২০/ টাকা প্রদান করা সম্ভব হয়। যার মাধ্যমে তাঁর খাওয়া, যাতায়াত ও অন্যান্য ব্যয় মিটাতে হয়। রোভার স্কাউটরা কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকারী ছাত্র। তাঁদের কোন আয় নেই। অভিভাবকের প্রদানকৃত অর্থ দ্বারা তাঁদেরকে এই কাজে আসতে হয়।

আশির দশকে হজ্জ ক্যাম্পে সেবাদানকারী রোভার স্কাউটদের মধ্য থেকে প্রথম সরকারি হজ্জ প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে রোভার স্কাউটদের হজ্জে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে দীর্ঘকাল এ প্রক্রিয়া বন্ধ ছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৪ সাল থেকে এ প্রক্রিয়া আবার শুরু হয়েছে। ২০১৪ সালে ৫ জন এবং ২০১৫ সালে ১৫ জন রোভার স্কাউট ও কর্মকর্তা সরকারি হজ্জ প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে মক্কা শরীফে গমন করে এবং পবিত্র হজ্জ ও অন্যান্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। সরকারি হজ্জ প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণকারী রোভার স্কাউট সদস্য মক্কা শরীফে বাংলাদেশি হজ্জ যাত্রীগণকে প্রয়োজনীয় সেবা দিয়ে থাকে। যারা কমপক্ষে ৩ বছর হজ্জ ক্যাম্পে সেবাদান করেছে এমন ১৬ জন রোভার স্কাউট ও কর্মকর্তা এ বছর সরকারি হজ্জ প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করেছেন। ২ আগস্ট, ২০১৬ সন্ধ্যা ৭টায় হজ্জ ক্যাম্পে সম্মানিত হজ্জ যাত্রীদের জন্য রোভার স্কাউটদের

রোভার স্কাউটরা সম্মানিত হজ্জ যাত্রীগণকে যে সকল সেবা প্রদান করে থাকে-

১. হজ্জ যাত্রীগণকে অর্ভ্যথনা জ্ঞাপন
২. হজ্জ যাত্রীগণকে হজ্জ ক্যাম্পের আবাসস্থলে পৌঁছে দেয়া
৩. স্বাস্থ্যসেবায় সহায়তা প্রদান
৪. কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান
৫. তথ্য কেন্দ্রে সহায়তা প্রদান
৬. আপনজনদের সাথে সাক্ষাৎ গ্রহণে সহায়তা প্রদান
৭. এছাড়াও সম্মানিত হজ্জ যাত্রীগণের যেকোন প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান

হজ্জ ক্যাম্পে গার্ল ইন রোভার স্কাউটের সেবাদান

সেবাদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব, জনাব মোঃ আবদুল জলিল, সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস ও যুগ্ম সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ মোহসীন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন জনাব এ কে এম সেলিম চৌধুরী, সম্পাদক, রোভার অঞ্চল।

স্বাগত বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) পবিত্র হজ্জ যাত্রীদের সেবা প্রদানের সুযোগ দেয়ার জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয় ও হজ্জ ক্যাম্প কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) বলেন- ১৯৮০ সালে তোমাদের মত রোভার হিসেবে হজ্জ ক্যাম্পে সেবা দেয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। এজন্য আমি গর্ববোধ করি। মনে রাখতে হবে আমরা সেবা দিতে এসেছি। তোমাদের গত বছরের চেয়ে আরো বেশী সেবা প্রদানের মনোভাব থাকতে হবে।

সচিব, ধর্ম মন্ত্রণালয় বলেন- এ বছর ১,০১,৭৫৮ জন বাংলাদেশী হজ্জ পালনের জন্য মক্কা শরীফ যাবেন। প্রত্যেকে এই হাজ্জ ক্যাম্প হয়ে যাবেন। অনেকগুলো পদক্ষেপ পার হয়ে হজ্জে যেতে হয়। প্রযুক্তিগত অনেক কাজ সম্পন্ন করতে হয়। আমি আশা করছি আগামী বছর থেকে রোভার স্কাউটদের প্রযুক্তিগত কাজে সহায়তা নেব। আমরা মাননীয় মন্ত্রীর পরামর্শ ও মুখ্য সচিব মহোদয়ের দিক নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করছি। সেবার মনোভাব নিয়ে এসেছেন, পূর্বের চেয়ে আরো বেশী সেবা দিবেন।

বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি বলেন- রোভার স্কাউটদের মূলমন্ত্র 'সেবা'। মানুষের ঘর করে দেয়া সেবা, অসহায়দের রাস্তা পার করে দেয়া সেবা। তবে পবিত্র হজ্জ পালন এর উদ্দেশ্যে যাত্রাকারীদের সেবা সর্বোৎকৃষ্ট সেবা বলে আমি মনে করি। ১৯৭৭ সালে আমি যখন রোভার স্কাউট তখন থেকে এই সেবা কার্যক্রম শুরু করে ছিলাম। প্রথম বছর নিজের বাসা থেকে খেয়ে এসে সেবা দিয়ে আবার নিজের বাসায় গিয়ে খাবার খেতাম। হজ্জ ক্যাম্প থেকে কোন প্রকার অর্থ সহায়তা দেয়া হত না। দ্বিতীয় বছর আলম ভাই ৫০০ (পাঁচশত) টাকা দিলেন, প্রত্যেকে ২৫ পয়সা করে পেলাম, যা দিয়ে হয় একটি সিঙ্গারা না হয় এক কাপ চা পাওয়া যেত। আমাদের মূল লক্ষ্য সেবা দেয়া। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্কাউট দরদী। তিনি বর্তমানে তোমাদের টাকা দিচ্ছেন এবং হজ্জ পালনের সুযোগ করে দিয়েছেন। হজ্জ যাত্রীরা যেন তোমাদের আচরণে কোন প্রকার কষ্ট না পায় সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

প্রধান অতিথি বলেন- টাকার বিনিময় সেবা হয় না। সেবা টাকা দিয়ে বিচার করা যায় না। রোভার স্কাউটরা সুনামের সাথে সেবা প্রদান করে আসছে। রোভার স্কাউটদের সেবার জন্য জাতি তাদের নিকট ঋণী। হজ্জযাত্রীদের সেবা প্রদান করা একটি মহান কাজ। দীর্ঘদিন যারা সেবা দিয়ে আসছে তাদের ধন্যবাদ জানাই।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বলেন- রোভারদের সেবাদানের দৃঢ়তা রয়েছে। রোভার স্কাউটদের জন্য আজ দুপুরে ওরিয়েন্টেশন কোর্সের আয়োজন করেছিলাম। রোভার স্কাউটরা সেবাদানে পুরাপুরি প্রস্তত। রোভার স্কাউটরা এখানে সেবাদানরত বিভিন্ন এজেন্সির সাথে সমন্বয় করে কাজ করবে।

২৫ আগস্ট ২০১৬ বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) ও সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ শাহ কামাল হজ্জ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটদের সেবা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) জনাব মোঃ মোহসীন ও জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন শিকদার, নির্বাহী পরিচালক জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিসসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান জাতীয় কমিশনার হজ্জ ক্যাম্পে রোভারদের সেবাদানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি রোভারদের বলেন তোমাদের সেবার মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে যে রোভার স্কাউটরা হজ্জ ক্যাম্পেরই একটি অংশ। এ বছর যেসকল লিডার ও রোভার স্কাউটরা হজ্জে যাচ্ছেন তাদের সাফল্য কামনা করেন।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

বাংলাদেশ স্কাউটস ও ইউএনডিপি এর সমঝোতা স্মারক এর কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করছেন জনাব মোঃ মোহসীন, জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন)

দুর্যোগকালীন দ্রুত সাড়াদান ও উদ্ধার কাজ স্কাউটস-ইউএনডিপি সমঝোতা স্মারক

দুর্যোগকালীন দ্রুত সাড়াদান ও উদ্ধার কাজে সহায়তার লক্ষ্যে স্কাউট ও স্কাউটারদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল (ইউএনডিপি), বাংলাদেশ এর ইআরএফ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ স্কাউটস ও জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল (ইউএনডিপি), বাংলাদেশ এর মধ্যে ৯ আগস্ট ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ সচিবালয়ে মাননীয় সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর কক্ষে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর পক্ষে জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল (ইউএনডিপি), বাংলাদেশ এর পক্ষে Ms. Pauline Tamesis, Country Director স্বাক্ষর করেন।

সমঝোতা স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শাহ কামাল, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস ও সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর ৩ জন অতিরিক্ত সচিব, জনাব মোঃ মোহসীন, জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস ও যুগ্ম সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল (ইউএনডিপি), বাংলাদেশ এর কর্মকর্তাগণ এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের আঞ্চলিক পরিচালক, রেলওয়ে , নৌ ও এয়ার অঞ্চল, জনাব মোঃ মমতাজ আলী, পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, পরিচালক (প্রোগ্রাম) জনাব মুহাম্মদ আবু সালেক, পরিচালক (সংগঠন) জনাব মোঃ শামসুল হক, উপ পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ আবুল খায়ের ও জনসংযোগ কর্মকর্তা জনাব মোঃ মশিউর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মসূচির আওতায় একটি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ২২টি জেলায় ২২টি কোর্স আয়োজন করা হবে।

■ **অগ্রদূত প্রতিবেদন**

শোক সংবাদ

আমরা গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) স্কাউটার সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার এর শ্রদ্ধেয় মাতা আসিয়া খাতুন ২৮ আগস্ট, ২০১৬, রবিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আমরা মরহুমা'র বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

– সম্পাদক

পিআরএস অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের মূল্যায়ন ক্যাম্প

২১ থেকে ২৩ জুলাই ২০১৬ পর্যন্ত রেলওয়ে আঞ্চলিক স্কাউট অফিসে ৩ দিনব্যাপী জাতীয় পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের মূল্যায়ন ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পে মোট ৪ জন অ্যাওয়ার্ড প্রার্থী অংশগ্রহণ করে। অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীরা হলো– রোভার শাহরিয়ার আজাদ; চট্টগ্রাম কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ; চট্টগ্রাম, রোভার মোহাম্মদ ফারুক; সরকারী সিটি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ; চট্টগ্রাম, রোভার এস এম সালাহ উদ্দিন মোরসালিন; ড্যাফডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এয়ার রোভার স্কাউট গ্রুপ; ঢাকা, রোভার সৈয়দ জসিম উদ্দিন আহমেদ; ড্যাফডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এয়ার রোভার স্কাউট গ্রুপ; ঢাকা।

২১ জুলাই ২০১৬ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টায় প্রার্থীগণ রেজিস্ট্রেশন করে। প্রার্থীদের ২টি উপদলে (বাঘ ও সিংহ উপদল) ভাগ করে তাদের তাঁবু দেয়া হয়। তাঁবু বন্টনের থেকেই প্রার্থীদের মূল্যায়ন শুরু হয়। উপদল ভিত্তিতে তারা তাঁবু খাটায় ও ক্যাম্প ল্যাট্রিন তৈরি করে। সন্ধ্যা ৭টায় জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) প্রার্থীদের ব্রিফিং করেন। সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিট থেকে ৯:৩০ মিনিট পর্যন্ত লিখিত মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয়।

২২ জুলাই ২০১৬ শুক্রবার সকাল ৬টায় বিপি পিটির মাধ্যমে দ্বিতীয় দিনের মূল্যায়ন শুরু হয়। সকাল ৮:৩০ মিনিট পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর ব্যবহারিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিনই সকাল ১০টায় প্রার্থীদের ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার বোর্ডে ছিলেন জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), জনাব মোঃ মহসীন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ), জনাব মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূইয়া, জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন), জনাব মুহঃ তৌহিদুল ইসলাম, জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন), জনাব ফেরদৌস আহমেদ, জাতীয় কমিশনার (অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস), জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান, যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক (প্রোগ্রাম)। বেলা ৩টায় পুনরায় ব্যবহারিক মূল্যায়ন শুরু হয়। রাত ৮টায় উপদলভিত্তিক রান্না ও খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে দিনের মূল্যায়ন শেষ হয়।

২৩ জুলাই ২০১৬ শনিবার সকাল ৬টায় বিপি পিটির মাধ্যমে তৃতীয় দিনের মূল্যায়ন শুরু হয়। বিকাল ৪:৩০ মিনিট পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর ব্যবহারিক মূল্যায়ন শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে বিকাল ৫টায় ক্যাম্পের সমাপনী ঘোষনা করে পতাকা অবনমিত করা হয়। উক্ত তিন দিনের ক্যাম্পে যে সকল বিষয়ের উপর ব্যবহারিক মূল্যায়ন করা হয় তা হলো-তাঁবু খাটানো, ক্যাম্প ল্যাট্রিন তৈরি, হাইকিং, চুলা তৈরি, বাজার করা, রান্না, প্রাথমিক প্রতিবিধান, উদ্ধার কাজ, রোগী বহন, পাইওনিয়ারিং ও গ্যাজেট, প্রজেক্ট তৈরি, তাঁবু জলসা, ওয়াইড গেম, অনুমান ও পর্যবেক্ষণ, দক্ষতা ও পারদর্শিতা ব্যাজ, ক্রু মিটিং, গোপন বার্তা উদ্ধার, পতাকা উত্তোলন, পরিদর্শন ইত্যাদি।

ব্যবহারিক মূল্যায়নে মূল্যায়নকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান, জাতীয় উপ কমিশনার (আন্তর্জাতিক), সৈয়দ রফিক আহমেদ, জাতীয় উপ কমিশনার (ফাউন্ডেশন), জনাব কে এম সাইদুজ্জামান, আঞ্চলিক পরিচালক, ঢাকা ও রোভার অঞ্চল, জনাব মোসাঃ মাহফুজা পারভীন, উপ পরিচালক (গার্ল ইন স্কাউটিং ও এক্সটেনশন স্কাউটিং), ড. ফখরুজ্জামান মুকুল, রোভার লিডার, সলিম উদ্দিন চৌধুরী কলেজ রোভার গ্রুপ, নারায়ণগঞ্জ এবং জনাব শর্মিলা দাস, সহকারী পরিচালক (গ্রোথ ও প্রোগ্রাম)। প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এডভোকেট খান মোঃ পীর ই আজম আকমল, জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম), ক্যাম্প সমন্বয়কারী ছিলেন জনাব মুহাম্মদ আবু সালেক, পরিচালক (প্রোগ্রাম) এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনায় ছিলেন জনাব মোঃ মমতাজ আলী, আঞ্চলিক পরিচালক, রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার অঞ্চল।

■ প্রতিবেদক: শর্মিলা দাস
সহকারী পরিচালক (গ্রোথ ও প্রোগ্রাম)
বাংলাদেশ স্কাউটস

আত্মকথা

লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল

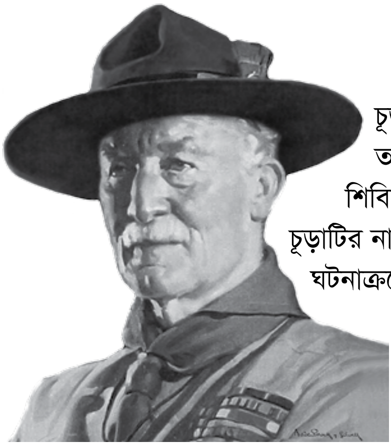

■ **পূর্ব প্রকাশের পরঃ**

এসব দুর্গের কোনো কোনোটি নতুন নতুন কামান দিয়ে সজ্জিত বলে খ্যাত ছিল। তবে এনিয়ে প্রশ্নও ছিল অনেক। আমি একজন বান্ধবীর মাধ্যমে সেসবের কাছে যেতে পেরেছিলাম। মহিলাটি কনসটানটিনোপলে বাস করতেন। প্রতিরক্ষা কাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ তুর্কি কমান্ডারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

আমাকে সহ মহিলাটিকে তাঁর বাসায় চায়ের দাওয়াতের জন্য রাজি করালেন। চায়ের পর আমরা দুর্গে পায়চারি করছিলাম। আমি ক্যানভাসে ঢাকা রহস্যাবৃত একটি কামানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তিনি হেসে কামানের ঢাকনার একটা কোণ তুলে ব্যাখ্যা করে বললেন, 'এগুলো সেই পুরানো কামান। বহু বছর ধরে এখানে রাখা আছে। আমরা ভাবলাম প্রতিবেশী দেশের আক্রমণাত্মক মনোভাবের প্রেক্ষিতে তাদের জানিয়ে দিই যে, আমরা নতুন ভয়ঙ্কর কামান দিয়ে সজ্জিত করেছি।

'আমার গোয়েন্দা অভিযান' বইয়ে আমি লিখেছি যে, অন্য এক সময়ে শিল্পীর বেশে এক জটিল সীমান্তে পাহাড়ি সেনাবাহিনীর শক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম।

এই বাহিনীর একজন সৈনিকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল। তার সঙ্গে আলাপের সময় সে জানাল যে সে কোন বাহিনীর লোক। সে বাহিনী পদাতিক ও গোলন্দাজ সমন্বয়ে গঠিত। তারা পাহাড়ের ওপর বরফে ঢাকা এলাকায় অন্য একটি উপত্যকায় একই ধরনের বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে। সে আমাকে একটি উঁচু চূড়া দেখাল। সেখানে তার কাহিনী অস্থায়ী শিবিরে অবস্থান করছে। চূড়াটির নাম 'নেকড়ের দাঁত।' ঘটনাক্রমে সে খুব গোপনে রাখা অভিযানের পথটি দেখিয়ে দিল। এ পথটি যেখানে গেছে সেখানে সামরিক পুলিশ অবস্থান করছে। রাতের আঁধার ঘনিয়ে এলে আমি আমার আবাস ছেড়ে একাকী বের হলাম। একটা শুকনো জলপ্রপাতের পথে আমার কষ্টকর আরোহণ চলল। খচ্চরের পায়ের দাগ এড়িয়ে চলতে থাকলাম। আমার একমাত্র লক্ষ নেকড়ের দাঁত। সেটা দেখছিলাম ছায়ার মত।

পাহাড়ে ওঠা ছিল কঠিন ও কষ্টকর। উঠতে আমার প্রায় সারা রাতই লাগল। ভোর বেলায় আমি সেখানে পৌঁছলাম। শিখরে ওঠে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য দেখলাম। তখন সামনে বিশাল বরফে ঢাকা পাহাড়ে সূর্যোদয় হচ্ছিল।

এখানে আসলে আমি এসেছি স্কেচ করার জন্য। তাই খুব তাড়াতাড়ি দৃশ্যটির একটা জল রঙের ছবি এঁকে নিলাম। আমি তখনই অভিযান পরিচালনাকারী একজন স্টাফ অফিসার কর্তৃক আটক হলাম।

আমাকে একজন নিরীহ শিল্পী মনে করে তাঁরা আমার বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে পড়লেন। তাঁরা আমাকে তাঁদের মানচিত্রগুলো দেখালেন এবং আঁকার কৌশল ব্যাখ্যা করলেন। আমি সারাদিন সেখানে কাটালাম। তাঁরা তাঁদের কামান আর খচ্চরগুলো নিয়ে কিভাবে পাহাড়ে উঠছিল এবং রশি দিয়ে বরফ বেঁধে রেখেছিল সেসব আমি পর্যবেক্ষণ করলাম। আমার স্কেচগুলো আমাকে সন্দেহের বিপদ থেকে রক্ষা করল। একটি নতুন নৌ-ডকইয়ার্ডে আমার ছলনার কাজে উত্তেজনাময় সময় কেটেছিল। 'আমার গোয়েন্দা অভিযান' বইয়ে একটি মানচিত্রে আমি তার বিবরণ দিয়েছি।

আমি ডক ইয়ার্ড গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়লাম। ঢুকলাম একটি ওয়াগনের পাশ দিয়ে। ওয়াগনটি তখন ১নং প্রহরীকে আড়াল করে যাচ্ছিল। ওয়াগনটি যখন ২নং প্রহরীর কাছে ডান দিকে মোড় নিল তখন ১নং প্রহরী আমাকে দেখে ফেলল এবং আমাকে ডাকল। আমি তার ডাকে কান না দিয়ে পাওয়ার হাউসের পেছনে পর্যন্ত চলে গেলাম। তারপর যেখানে নির্মাণকাজ চলছিল সেদিকে গেলাম। একবার চোখের আড়ালে পড়েই আমি খুব দ্রুত চলে গেলাম এবং অনেক দূর ঘুরে শেষ মাথায় একটি মই পেলাম। সেটা রাজমিস্ত্রিদের ভারার ওপরে বেয়ে উঠার জন্য।

আধাআধি উঠে পড়েছি এমন সময় একজন পুলিশ এসে হাজির। আমি তখনই নড়াচড়া বন্ধ করের একদম স্থির হয়ে রইলাম। সাগর থেকে আমি পনের ফুট ওপরে আর লোকটি থেকে বিশ গজেরও কম দূরে। আমি চার্টার হাউসের শিক্ষকদের কাছ থেকে জেনেছিলাম যে, মানুষ খুব কমই ওপর দিকে তাকায়। আমি দম বন্ধ করে আশা করতে থাকলাম যে, এ লোকটিও হয়ত সে নিয়ম পালন করবে। সে ঠিক করতে পারছিল না কি করবে। সে পায়ের ওপর ভর করে এদিক ওদিক দেখছিল আমি কোথায় গেলাম। সে ছিল খুব উদ্বিগ্ন আর দ্বিধাগ্রস্ত। তার মত আমিও ছিলাম উদ্বিগ্ন তবে অনড়।

সে আমার মইয়ের কাছাকাছি এল। যখন সে আমার নিচে এল তখন আমি নিরাপদ মনে করলাম। সে অসমাপ্ত ভবনের দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে আমার ঠিক নিচ দিয়ে চলে গেল।

তারপর সে সন্দেহবশত ঘুরে দাঁড়াল এবং আমার পেছনে শেডের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখল। মনে করল আমি হয়ত সেদিকে গেছি। শেষ পর্যন্ত সে চলে গিয়ে ভবনের চারদিকে ঘুরতে লাগল।

যে মুহূর্তে সে আড়ালে চলে গেল আমি দ্রুত মই বেয়ে ওপরে ওঠে গেলাম এবং মাচার ওপরে পালানোর জন্য অন্য কোনো

মই আছে কিনা খুঁজতে লাগলাম। স্কাউটিং কাজে থাকলে জরুরি বাইরে যাবার পথ জানা ভাল।

আমি একটি ছোট মই দেখলাম। সেটা আমার মাচা থেকে নিচের দিকে অন্য একটি মাচা পর্যন্ত গেছে-সেটি নিচে মাটি পর্যন্ত যায় নি। মাচার ওপরে চুপচাপ থেকে আমি আমার সেই পুলিশ বন্ধুটিকে ঠিক নিচেই দেখলাম। সে এখনও বিভ্রান্ত। তাই আমি বসে পড়ে চারদিকের অবস্থা সম্পর্কে টুকতে থাকলাম এবং ভাল করে দেখার এই জায়গাটিতে বসে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলাম।

আমি বুঝতে পারলাম যে, আমি নতুন পাওয়ার হাউসের ওপরে আছি। সেখান থেকে ডকইয়ার্ডের চমৎকার দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল। আমার এখান থেকে একশ ফুট দূরে নতুন ডক তৈরির জন্য খনন কাজ চলছিল। তার পরিধি আমি সহজেই অনুমান করতে পারলাম।

আমার কম্পাসের সাহায্যে কাছাকাছি পাহাড়গুলোর গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে চিত্র তৈরি করে নিলাম। এতে পাওয়ার হাউসের অবস্থানটি নির্ণীত হল। প্রয়োজনবোধে কামানের গোলা নিক্ষেপের জন্য বড় মাপের মানচিত্রে তা চিহ্নিত করা যাবে। আমি পায়ের নিচে তক্তার ফাঁক দিয়ে দেখলাম আমার অনুসন্ধানকারী ও তার সঙ্গী আলাপে মগ্ন। এখন তারা কাছাকাছি এক গুদাম পরীক্ষা করতে গেল। একজন গেল ভেতরে। অপর জন দাঁড়িয়ে রইল আমাকে ধরার জন্য- যদি আমি বেরিয়ে আসি। ঘটনাক্রমে সে আমার মইয়ের পায়ের কাছে অপেক্ষা করতে থাকল।

এভাবে ব্যস্ত থেকে তারা আমাকে পাহারায় না রেখে বেষ্টনীর প্রধান ফটক ছেড়ে চলে গেল। আমি দেখলাম যদি পারি তবে এটাই আমার বের হওয়ার সময়। আমি নীরবে মাচার ওপর চলতে থাকলাম এবং ছোট মইয়ের কাছে পৌঁছলাম। সেই মই বেয়ে আমি নিচের মাচায় নামলাম। আমি খুব তাড়াতাড়ি মাচার একটা খুঁটি বেয়ে নিচে নেমে এলাম। জায়গাটা মই প্রহরারত পুলিশের চোখের আড়ালে। ভবনের কোণের আড়াল করে চোখের আড়ালে বের হয়ে এলাম।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের জন্য অবহেলায় আমি অন্য একবার ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। সেটা আমার জীবনের প্রথম দিকে এবং তা ঘটেছিল রাশিয়ায়। আমি এক সপ্তাহ নৈশ অভিযান পর্যবেক্ষণ করলাম। সেটা ছিল সার্চ লাইট দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার চমৎকার ব্যবস্থা। আমি এ কার্যক্রমের সঙ্গে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিলাম। কাজগুলো পরিচালিত হত দুর্গের ভেতর থেকে। সেখান থেকে সব দেখানো হত।

অভিযানের শেষ রাতে রাশিয়ার জার নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি আমার প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংগ্রহ রে নিয়েছিলাম। তবে বিশেষ ধরনের প্রদর্শনী ছিল বলে আমি তা দেখতে বের হলাম।

আমার ভাই এবার সঙ্গেই কাজ করছিল। সে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যেতে রাজি হল। তারা দুর্গ আক্রমণ করবে। আমি গেলাম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখার জন্য। জায়গাটিতে প্রবেশ করে দেখলাম বিশেষ উপলক্ষে সেখানে অতিরিক্ত সংখ্যক স্টাফ অফিসার ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আমি ভাবলাম এই ভিড় থেকে আমার সরে যাওয়া উচিত।

আমি অন্ধকারে পেছনের দিকে হাঁটতে থাকলাম। আমি দুর্গে আগত জারের গাড়িবহরের আলো দেখতে পেলাম। প্রথম গাড়িটি আমাকে অতিক্রম করার সময় আমি একটি বোকামির কাজ করলাম। আমাকে যাতে শনাক্ত না করতে পারে সে জন্য আমি মাথা নিচু করে অভিবাদন করলাম।

এত গাড়ির আরোহীরা সন্দেহ করল। তারা ছিল স্টাফ অফিসার। তারা গাড়ি থামিয়ে দ্রুত আমাকে বন্দি করে টেনে গাড়িতে তুলে কোনো কথা না বলে চলতে থাকল। যাতে গাড়ি বহরের গতি ব্যাহত না হয় সেদিকে তারা লক্ষ রাখল। তারা জানতে চাইল আমি কে, কেন সেখানে এসেছি। শেষে তারা দুর্গে পৌঁছে আমাকে বাহিনীর অফিসারদের হাতে তুলে দিল।

আমি সত্য করেই বললাম যে, আমি একজন ইংরেজ। আমি একজন দর্শক হিসেবে অভিযানটি দেখছিলাম। আমি আমার অবস্থানে যাওয়ার পথ হারিয়ে ফেলেছি। কিভাবে আমি যেতে পারি সে পথ দেখালে খুব খুশি হব। তারা আমাকে একজন অফিসারের হাতে দিয়ে বলল পুলিশের হাতে সোপর্দ করার জন্য এবং সেই সঙ্গে রাজধানীতে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য।

সেখানে পৌঁছে আমাকে মুক্ত অবস্থায় আটক রাখা হয়। অর্থাৎ একটি হোটেলে আমাকে থাকতে দেওয়া হল, কিন্তু শহর ত্যাগের অনুমতি দেওয়া হল না। সেখানে এক জন জার্মান অফিসার আমার বন্ধু হয়ে উঠল। সে কি কারণে জানি না হোটেলে পরিচালক হিসেবে কাজ করছিল। সে জানাল যে হোটেলে গোয়েন্দাদের আনাগোনা আছে। বিশেষ করে আমার ওপর নজরদারি করা হচ্ছে।

আমাকে সতর্ক করা হল আমি যেন দেরি না করে চলে যাই। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তাতে বিচার ছাড়াই পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হয়ে যেতে পারে। কাছাকাছি বন্দর থেকে আগত একটি ব্রিটিশ জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে বন্দোবস্ত হল আমার ভাই ও আমাকে তাদের নাবিক হিসেবে নিয়ে যাবে।

আমি কৌশলে গোয়েন্দার নজর এড়িয়ে এমনভাবে আঁকাবাঁকা পথ অবলম্বন করলাম যা কোনো অনুসরণকারীই আঁচ করতে পারল না। আমরা জাহাজে চড়লাম। নাবিকেরা লাইন করে পাসপোর্ট যাচাই করছিল। আমরা পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম।

■ চলবে...

■ অনুবাদক: মরহুম অধ্যাপক মাহবুবুল আলম
প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার
বাংলাদেশ স্কাউটস

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

জাতীয় শোক দিবসের কার্যক্রম

জাতীয় শোক দিবসের চিত্রাংকন প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি

জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে ধানমন্ডিতে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রতিনিধিদল সমবেত হয়

জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রতিনিধিদল

জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে স্কাউটসের প্রতিনিধিদলের একাংশ

জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির সামনে স্কাউট সালাম প্রদান করছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রতিনিধিদল

জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত স্কাউটদের একাংশ

জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত স্কাউটারদের একাংশ

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় স্কাউটদের একাংশ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

হজ্জ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটদের সেবা কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় ধর্ম মন্ত্রী, বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

সম্মানিত হজ্জ যাত্রীদের সেবা কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

চলতি বছর হজ্জ ব্রত পালনে নির্বাচিত লিডার ও রোভারদের সাথে প্রধান জাতীয় কমিশনার, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) ও অন্যান্য কর্মকর্তা

সম্মানিত হজ্জ যাত্রীদের সেবাদান কার্যক্রম বিষয়ে ওরিয়েন্টেশনে বক্তব্য রাখছেন জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন)

সম্মানিত হজ্জ যাত্রীদের সেবায় রোভার স্কাউটবৃন্দ

সম্মানিত হজ্জ যাত্রীদের সেবায় গার্ল ইন রোভার স্কাউটবৃন্দ

একজন অসুস্থ হজ্জ যাত্রীর সেবায় রোভার স্কাউটরা

একজন অসুস্থ হজ্জ যাত্রীর সেবায় রোভার স্কাউটরা

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চায়না রাষ্ট্রদূতের মৌচাক পরিদর্শন

জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাকে চায়না রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানাচ্ছেন প্রধান জাতীয় কমিশনার

ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স পরিদর্শনে চায়না রাষ্ট্রদূত ও প্রধান জাতীয় কমিশনার

মৌচাকে স্কাউট যাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য বইতে স্বাক্ষর করছেন চায়না রাষ্ট্রদূত

ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সে চায়না রাষ্ট্রদূত,প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সভাপতি, গার্ল ইন স্কাউট বিষয়ক জাতীয় কমিটি

চায়না রাষ্ট্রদূতের সাথে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার, নির্বাহী পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

চায়না রাষ্ট্রদূতের মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, রাষ্ট্রদূতের সফরসঙ্গী ও কোর্সে অংশগ্রহণকারীগণ

মৌচাক স্কাউট স্কুলের স্কাউটদের নৃত্য পরিবেশনা

চায়না রাষ্ট্রদূত-এর মৌচাকে স্কাউট স্কুল পরিদর্শন

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি, প্রধান জাতীয় কমিশনার, কোষাধ্যক্ষ জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) ও নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

যুব সংগঠনের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

যুব সংগঠনের মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীদের পক্ষে একজনের বক্তব্য প্রদান

বাংলাদেশ স্কাউটস গাজীপুর জেলার সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ বিরোধী মানববন্ধন কর্মসূচী

বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম জেলা রোভারের সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ বিরোধী মানববন্ধন কর্মসূচী

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় স্কাউটদের সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ বিরোধী মানববন্ধন কর্মসূচী

বাংলাদেশ স্কাউটস সিলেট জেলা রোভারের সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ বিরোধী মানববন্ধন কর্মসূচী

বাংলাদেশ স্কাউটস বোদা উপজেলায় স্কাউটদের সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ বিরোধী মানববন্ধন কর্মসূচী

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

ইউএনডিপি, কান্ট্রি পরিচালককে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিচ্ছেন জনাব মোঃ শাহ কামাল, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন)

আত্রাই উপজেলা কাব ক্যাম্পুরীতে বক্তব্য রাখছেন এমপি ইসরাফিল আলম

ইউএনডিপি, কান্ট্রি পরিচালক ও বাংলাদেশ স্কাউটসের নির্বাহী পরিচালক সমঝোতা স্মারক বিনিময় করছেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের দীক্ষা অনুষ্ঠান

রোভার স্কাউটদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান (ভাঙ্গুরা, পাবনা)

রাজবাড়ীতে কাব স্কাউট দল পরিদর্শন করছেন জাতীয় উপ কমিশনার (ভূ-সম্পত্তি)

উপজেলা কাব ক্যাম্পুরীতে কাব স্কাউটরা

বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চলে পিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী স্কাউটগণ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

জাতীয় শোক দিবস পালন

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় বেসিক কোর্স উদ্বোধন করছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় বেসিক কোর্সের মহাতাঁবু জলসায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার

পিআরএস অ্যাওয়ার্ড সাক্ষাৎকার প্রদান করছে একজন রোভার স্কাউট

পিআরএস অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়ন ক্যাম্পের পতাকা উত্তোলন

রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্স কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকবৃন্দ

স্থানীয় রাস্তা মেরামত করছে বগুড়া জেলা রোভারের সদস্যগণ

বেগমগঞ্জ উপজেলায় ডে-ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীগণ

ঈদ উপলক্ষে সেমাই চিনি বিতরণ করছে শান্তাহার কলেজ রোভার দলের সদস্যরা

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম

কুড়িগ্রামে স্কাউটদের ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম

জামালপুরে স্কাউটদের ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম

ইসলামপুরে স্কাউটদের ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম

শাহজাদপুরে স্কাউটদের ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম

সরিষাবাড়ীতে স্কাউটদের ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম

ফেনীতে স্কাউটদের ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম

সিরাজগঞ্জে স্কাউটদের ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম

গোয়ালন্দতে স্কাউটদের ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম

ভ্রমণ কাহিনী

ভারত ভ্রমণ

– ফেরদৌস আহমেদ

■ **পূর্ব প্রকাশের পর:**

২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

অদ্য শান্তিনিকেতন ভ্রমণে যাওয়ার কথাছিল কিন্তু শান্তিনিকেতনের যাদুঘর বুধবার ও বৃহস্পতিবার বন্ধ থাকার কারণে শান্তিনিকেতন ভ্রমণ বাতিল করে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ নির্ধারণ করা হয়। ফলে অতিরিক্ত একদিন কোলকাতায় থাকার সিদ্ধান্ত হয়। শান্তিনিকেতন ভ্রমণ বাতিলের কারণে সকালে সকলকে নিউমার্কেটে কেনাকাটার জন্য নেয়া হয়। এরপর ধর্মতলাসহ অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করার পর দুপুরের খাবার গ্রহণ করা হয়। দুপুরের খাবার গ্রহণের পর আমরা কলেজ স্ট্রীটে যাই। সেখানে বঙ্গবন্ধুর ইসলামিয়া কলেজসহ অন্যান্য কলেজ, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বই এর দোকান থেকে বই ক্রয় রঙ পেন্সিল ক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে সময় কাটানোর পর সন্ধ্যায় বিখ্যাত কফি হাউসে যেয়ে কিছুক্ষণ অবস্থান করা হয়। এখানে কফি পান করে ট্রামে চড়ে আবার হোটেলে ফেরা হয়।

২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

ট্রেনের রিজার্ভেশন না পাওয়ায় সিদ্ধান্ত হয় বাসে শান্তি নিকেতন ভ্রমণ করা হবে এবং সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভোর ৬টার সময় বাস হোটেলের সামনে চলে আসে। ঠিক ৬টার সময় আমরা শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই। সকলে খুব উৎফুল্ল ছিলাম কারণ মনে হচ্ছে পিকনিকে যাচ্ছি। এছাড়া কবি গুরুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ভ্রমণ সকলের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। যথারীতি সুমিত ও তাঁর দল আমাদের সাথে গাইড হিসেবে আছে। সুমিত সংগে সাউন্ডবক্স/এমপ্লিফায়ার নিয়ে গিয়েছিল। যাওয়ার সময় খুব ভোরে রবীন্দ্র সংগীত শুনতে শুনতে শান্তিনিকেতন যাওয়ার আনন্দই আলাদা। যেতে যেতে ভোরের কোলকাতা দেখা। ময়দান বা গড়ের মাঠ দেখা। রেসকোর্স বা ঘোড়দৌড়ের মাঠ, হাওড়া ব্রীজ ইত্যাদি দেখতে দেখতে পথ চলা। রাস্তায় হাইওয়ে রেস্টুরেন্টে আরেকদফা নাস্তা খাওয়া। তারপর হুগলি, বর্ধমান হয়ে শান্তিনিকেতন। সারাদিন শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন অংশ ভ্রমণ, কেনাকাটা, দুপুরের খাবার এরপর রবীন্দ্র যাদুঘর দেখা। বিকেল ৫টায় কোলকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়া। শান্তিনিকেতনের কিছু বিষয় উল্লেখ করা দরকার। এখানে ট্রেনে না যেয়ে বাসে যাওয়া যেতে পারে। ভাড়া খুব বেশী নয়। যাদুঘর বুধবার এবং বৃহস্পতিবার বন্ধ থাকে। এই দুইদিন না যাওয়া ভালো। প্রবেশ মূল্য বিদেশী ও বড়দের ৩০০.০০ টাকা করে কিন্তু স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১০.০০ টাকা করে। তারা যে দেশেরই হোক না কেন দুপুর ১টা পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এলাকায় প্রবেশ নিষেধ। শান্তিনিকেতন এলাকা ঘুরে দেখার জন্য ব্যাটারী চালিত অটো ও গাইড পাওয়া যায়। রবীন্দ্র যাদুঘরে কবি গুরুর পাঁচটি আবাসিক ভবন। তাঁর কাচারি বাড়ি, ব্যবহৃত গাড়ী, ব্যবহৃত আসবাবপত্র ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি দেখার আনন্দ অনেক। সবচেয়ে উল্লেখ্য নোবেল প্রাইজ। এখানে প্রচুর ছবি ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি রয়েছে।

২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

ভোর ৬:৩০ টায় গ্রীন লাইনের গাড়ীতে বেনাপোল যেতে হবে। সকলেই প্রস্তুত। কিন্তু মন খুব খারাপ। হোটেলে নাস্তা খেয়ে বিদায় নিয়ে বাস স্ট্যান্ডে চলে

আসলাম। যথারীতি কোলকাতাকে বিদায় জানিয়ে বাস তার যাত্রা শুরু করলো। আজ আর কাবরা হৈ চৈ করছে না, গান গাইছে না। হাইওয়েতে যাত্রা বিরতি দিয়ে বাস পেট্রাপোলে পৌছে গেল। যথারীতি ভারতীয় কাস্টমস ও ইমিগ্রেশনের সকল কার্যক্রম শেষ করে পুলের হাট থেকে আসা রিজার্ভ বাসে আমরা ট্রেনিং সেন্টারের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। দুপুরে ট্রেনিং সেন্টারে খাওয়া দাওয়া করে কাবরা মাঠে বিভিন্ন খোলাধুলার মত্ত হলো। আস্তে আস্তে অভিভাবকরা আসতে লাগল। সন্ধ্যার মধ্যে কাবদের অভিভাবক ও লীডারদের সংগে নিজ নিজ জেলায় চলে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। সকলে রাতের খাবার খেয়ে যার যার গন্তব্যে রওয়ানা হয়ে গেল। পিছনে পরে রইল ৯দিনের ভারত ভ্রমণের স্মৃতি। মহান আল্লাহ্‌কে অসংখ্য ধন্যবাদ সকলে সুস্থ্যভাবে চমৎকার একটি ভ্রমণ সম্পন্ন হওয়ার জন্য।

ভারত ভ্রমণ বিষয়ক কিছু পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ

১. ভিসার জন্য ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস কর্তৃক আমন্ত্রণ পত্র সংগ্রহ করা। চাকুরীজীবী ও সংশ্লিষ্টদের জিও বের করা, সম্ভব হলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নোট ভারবাল নেয়া।

   বাস্তবায়িত অবস্থা: আমাদের সফরের ক্ষেত্রে নোট ভারবাল ব্যতিত অন্যান্য ব্যবস্থা নেয়া হয়। ফলে ভিসা দ্রুত সময়ে পাওয়া গিয়েছিল।

২. কোলকাতাস্থত বাংলাদেশ উপ হাইকমিশনে একটি অবহিত করণ পত্র প্রেরণ এবং সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন। হাইকমিশন থেকে উপদেশ দেয়া হয়েছে।

   বাস্তবায়িত অবস্থা: এবারের ভ্রমণে করা হয়নি।

৩. কোলকাতা যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, নিকোপার্ক, ইকো পার্ক, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, সাইন্স সিটি, শান্তি নিকেতন যাদুঘরসহ অন্যান্য দর্শণীয় স্থান, যে দর্শণীয় স্থান সমূহে প্রচুর পরিমান প্রবেশ মূল্য দিতে হয়। সে সকল স্থানে বাংলাদেশ স্কাউটস অথবা বাংলাদেশ হাইকমিশন অথবা ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস থেকে প্রবেশ মূল্য মওকুফ করার অনুরোধ করলে অনেকাংশে প্রবেশ মূল্য মওকুফ হয়।

   বাস্তবায়ন অবস্থা: কোন পত্র দেয়ার ব্যবস্থা ছিল না।

৪. কোলকাতা ভ্রমণ কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশের কোন ধরনের ছুটির সময় হওয়া উচিৎ নয়। কারন হোটেলে যায়গা পাওয়া যায় না। এছাড়া অবশ্যই ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস এর মাধ্যমে আগেই অগ্রীম টাকা প্রদান করে হোটেল রুম বুক করে রাখা উচিৎ।

   বাস্তবায়ন অবস্থা: এবার ব্যবস্থা না নেয়ার অনেক অসুবিধা হয়েছে।

৫. কোথায় কোথায় ভ্রমণ করা হবে তা পূর্ব নির্ধারণ করে গেলে এবং ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস এর সাথে আলোচনা করে নিয়ে একটি প্রোগ্রাম তৈরি করে নিলে ভাল হয়।

৬. থাকা এবং খাওয়া ভাল যায়গায় হওয়া উচিৎ তাতে সকলের স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

৭. যে সকল জেলা বা অঞ্চলের কাবরা ভ্রমনের সুযোগ পাবে সে সকল অঞ্চলের বা জেলার লীডার থাকলে সুবিধা হয়। কাবদের আনা নেয়ার জন্য। কারন অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবক সংগে আসে না।

৮. ভারত স্কাউটস এর জেলা কাব লীডার জনাব সুমিত এর মত কারো নেতৃত্বে সর্বসময়ে একটি টিম গাইড হিসেবে সংগে রাখলে ভ্রমণ নিরাপদ ও ভালো হবে।

যে সকল স্থান ভ্রমণ করা হয়েছে

১. ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস ওয়েস্ট বেঙ্গল এর South Kolkata office and Cub Scouts.

২. নন্দন, রবীন্দ্র সদন, বাংলা একাডেমি, একাডেমি অব ফাইন আর্টস, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, পিস পার্ক,বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন।

৩. নিকোপার্ক, সাইন্স সিটি

৪. গরিয়া হাটা

৫. ফ্রাঙ্ক এন্থোনি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ কাব ও স্কাউট দল পরিদর্শন, পশ্চিম বাংলা স্কাউটস এন্ড গাইডস, সদর দপ্তর, নিউমার্কেট, ধর্মতলা, ইডেন গাডেন।

৬. নিউমার্কেট, কফি হাউস, কলেজ স্ট্রীট, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ।

৭. ময়দান/গড়ের মাঠ, রেসকোর্স, হাওড়া ব্রীজ, হুগলি, বর্ধমান, শান্তি নিকেতন ইত্যাদি।

খাবার দাবার

কোলকাতার রসগোল্লা, ভাত/মাছ/মুরগী/গরুর মাংস। চাইনিজ, চাওমেন, লুচি, আলুর দম, পরোটা, ভাজি ও বিভিন্ন ধরনের তরকারী, বিভিন্ন ধরনের ফল, শক্তিগড়ের বিখ্যাত মিষ্টি ল্যাংচা। জুস, আইসক্রীম, চকোলেট, চা, কফি স্যান্ডউইচ, কেক ইত্যাদি।

■ প্রতিবেদক:
জাতীয় কমিশনার (অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস)
বাংলাদেশ স্কাউটস

ছড়া-কবিতা

স্বাধীনতা

শান্তি মোদক

স্বাধীনতা শর্ত হলো
বঙ্গবন্ধুর বুলি,
স্বাধীনতা বুঝায় যেন
জয়নুলের রং তুলি।

রেসক্রসের ময়দানে মুজিব
দিলেন স্বাধীনতার ডাক,
স্বাধীনতার জন্য জীবন দিল
বাঙ্গালী লাখ লাখ।

বীর সেনানী বাঙ্গালীরা
যুদ্ধে করল জয়
সারা বিশ্বে জানিয়ে দিল
পায়না তরা ভয়।

বীর বাঙ্গালী সাহসী তারা
বলল সারা বিশ্ব,
পাকিস্থানী হানাদারকে
করল তারা নিঃস্ব।

শ্রাবণের যৌবন

শিখর চৌধুরী

জলে ডুবে যাক সকল কাজ
তা চলতে থাকুক দিন ও রাত।

নর্দমার জল উপচে পড়ুক সর্বত্র
ঝড় ফণা তুলুক সাপের মতো।

একাকী কখনও বসে আছি,
একাকী কখনও শুয়ে আছি।

দৈনন্দিন যান্ত্রিকতার উর্ধ্বে
শত্রুহীন-মিত্রহীন;

স্মৃতির এ্যালবামে নিজের ছবিই এখন
লাগছে বড় ঝাপসা।

সব ঝাপসা করে এ শ্রাবণের যৌবন
ঘোষণা করে একেকটি রাত ও দিনের।

কেঁদে কেঁদে তা রেখে যায়
ভালোবাসার কদম্ব বনে।।

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

দেশ

০১.০৭.২০১৬ ॥ শুক্রবার

– ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট কার্যকর।

– রাজধানী ঢাকার গুলশানে অবস্থিত স্প্যানিশ হোটেল হলি আর্টিজান বেকারি ও রেস্টুরেন্টে বন্দুকধারী সন্ত্রাসীদের হামলায় দুই পুলিশসহ বহু হতাহত।

০২.০৭.২০১৬ ॥ শনিবার

– পবিত্র লাইতুল কদর পালিত হয়।

– চার লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

– সামরিক বাহিনীর কমান্ডো অভিযান 'অপারেশন থান্ডারবল্ট'-এর মধ্য দিয়ে গুলশানের স্প্যানিশ হোটেল অস্ত্রধারীদের হামলায় উদ্ভূত জিম্মি পরিস্থিতির রক্তাক্ত অবসান।

– জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ প্রদান এবং গুলশানের সন্ত্রাসী ঘটনায় নিহতদের স্মরণে দুইদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা।

০৪.০৭.২০১৬ ॥ সোমবার

– ভুটানের পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ-এর ভাষণ প্রদান।

০৭.০৭.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার

– পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত।

– কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানের অদূরে জঙ্গি হামলায় দুই পুলিশসহ চারজন নিহত হয়।

১১.০৭.২০১৬ ॥ সোমবার

– ভারতীয় ইসলামি চিন্তাবিদ ও বক্তা ডা. জাকির নায়েকের প্রতিষ্ঠিত পিস টিভির সম্প্রচার বন্ধে আদেশ জারি করে তথ্য মন্ত্রণালয়।

১২.০৭.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার

– বাগেরহাটের রামপালে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৬.০৭.২০১৬ ॥ শনিবার

– সারাদেশে পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

১৮.০৭.২০১৬ ॥ সোমবার

– মন্ত্রিসভায় ভারতের সাথে বন্দি বিনিময় চুক্তি অনুসমর্থিত।

– দেশের প্রথম LNG টার্মিনাল নির্মাণ ও ব্যবহারের চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৯.০৭.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার

– জাতীয় সংসদে যুব কল্যাণ তহবিল বিল ২০১৬ পাস।

২০.০৭.২০১৬ ॥ বুধবার

– কক্সবাজারের মহেশখালীতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে যৌথ উদ্যোগ চুক্তি (JVA)স্বাক্ষরিত।

২১.০৭.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার

– বেনাপোল স্থলবন্দরের চেকপোস্টের লিংক রোড ও ভারতের নবনির্মিত পেট্রাপোল স্থলবন্দরের 'সুসংহত (ইন্টিগ্রেটেড) চেকপোস্টে'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

২৬.০৭.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার

– রাজধানীর কল্যাণপুরে জঙ্গি আস্তানায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর 'অপারেশন স্টর্ম টোয়েন্টি সিক্স' নামের পরিচালিত অভিযানে সন্দেহভাজন ৯ জঙ্গি নিহত।

– রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে ৯০ হাজার কোটি টাকা বা ১১.৩৮৫ বিলিয়ন ডলারের চূড়ান্ত ঋণচুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ-রাশিয়া।

২৮.০৭.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার

– বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন News24-এর আনুষ্ঠানিকভাবে সম্প্রচার চালু হয়।

৩১.০৭.২০১৬ ॥ রবিবার

– আখাউড়া-আগরতলা রেল সংযোগের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

বিদেশ

০১.০৭.২০১৬ ॥ শুক্রবার

– বহুজাতিক দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক-এর নতুন ক্রয় নীতিমালা কার্যকর।

০২.০৭.২০১৬ ॥ শনিবার

– অস্ট্রেলিয়ায় ৪৫তম পার্লামেন্ট নির্বাচিত অনুষ্ঠিত হয়।

০৪.০৭.২০১৬ ॥ সোমবার

– পবিত্র নগরী মদিনা সহ সৌদি আরবের তিনটি শহরে আত্মঘাতী বোমা হামলা সংঘটিত।

০৫.০৭.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার

– নাসা'র 'জুনো' নামের মনুষ্যবিহীন মহাকাশযান পাঁচ বছর পরিভ্রমণ শেষে সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতির কক্ষপথে পৌঁছে।

০৬.০৭.২০১৬ ॥ বুধবার

– ২০০৩ সালে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের সাথে মিলে যুক্তরাজ্যের ইরাকে হামলার যৌক্তিকতা ও ফলাফল নিয়ে বহুল প্রতীক্ষিত ব্রিটিশ তদন্ত প্রতিবেদন 'চিলকট রিপোর্ট' প্রকাশিত।

০৮.০৭.২০১৬ ॥ শুক্রবার

– জঙ্গি, সন্ত্রাসী, গোলাবারুদ অস্ত্র ও মাদকের সন্ধানে বাংলাদেশসহ এশিয়া-প্যাসিফিকের ৩৩ দেশের বিমানবন্দর, স্থলবন্দর ও সমুদ্রবন্দরে একযোগে 'অপারেশন আইরিন' শুরু হয়।

০৯.০৭.২০১৬ ॥ শনিবার

– নাউরুতে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

১০.০৭.২০১৬ ॥ রবিবার

– জাপানের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৪.০৭.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার

– বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর ১৬৩তম সদস্যপদ লাভ করে লাইবেরিয়া।

■ সংকলক: তৌফিকা তাহসিন
রেড এন্ড গ্রীণ ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

বিস্মিত বিশ্ব! নাটোরের এক বাংলাদেশীর আবিষ্কারে মাত্র ২০ পয়সা ইউনিটে বিদ্যুৎ!

বর্তমানে ইউনিট প্রতি বিদ্যুৎতের দাম তিন টাকা ৮০ পয়সা থেকে ৯ টাকা ৯৮ পয়সা পর্যন্ত। অথচ নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার জুনাইদ পাওয়ার লিমিটেড কোম্পানি একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে, যেখানে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ পড়বে মাত্র ২০ পয়সা।

কোম্পানিটি পরীক্ষামূলকভাবে ২৫০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। ওই যন্ত্রে ১০ মিনিট জ্বালানি ব্যবহারের পর তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দাবি, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেলে এ কোম্পানি জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ দিতে পারবে।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সাবেক মহাব্যবস্থাপক ও বিদ্যুৎ প্রকৌশলী আমজাদ হোসেন ওই যন্ত্র দেখেছেন। তিনি বলেন, 'বিদ্যুৎ জেনারেশন (উৎপাদন) ও ট্রান্সমিশন (সঞ্চালন) বিষয়ে নানাভাবে যাচাই-বাছাই করেছি। কোনো অসংগতি পাইনি। এটাকে বলে ফিলার জেম। এই যন্ত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের বিষয়ে আমি শতভাগ আশাবাদী।'

বড়াইগ্রাম উপজেলার পাঁচবাড়ীয়া গ্রামে প্রকৌশলী জালাল উদ্দিনের ভাড়া বাড়িতে ওই কোম্পানির ঠিকানা। সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র বসানো হয়েছে। জালাল উদ্দিন জানান, তিনি ১৯৭৪ সালের ১ আগস্ট সিরাজগঞ্জের শাহজ্জাদপুর উপজেলার একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকে ছিলেন ডানপিটে স্বভাবের এবং কোনো কিছু আবিষ্কারের নেশা তাঁর মাথায় ঘুরপাক করত। ২০০5 সালে এমবিএ পাস করেন। একটি ব্যাটারি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। তখন থেকে কিভাবে কম খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় সে বিষয়ে চেষ্টা করতে থাকেন।

ফ্লাই হুইল, ইলেকট্রিক্যাল, রেটিও, অ্যাসেন্ট অ্যান্ড ডিসেন্ট, লেভেল, গ্র্যাভিটেশন অ্যান্ড মেকানিক্যালসহ নানা প্রকার বিদ্যুৎ শক্তির সমন্বয় করে একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। তাঁর এই যন্ত্র তৈরি করতে ৫৫ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। তাঁর অত টাকা ছিল না। এ কারণে তিনি স্থানীয় দু-একজন ব্যবসায়ীকে নিয়ে গঠন করেন জুনাইদ পাওয়ার লিমিটেড কোম্পানি। তিনি দাবি করেন, যন্ত্রটিতে প্রথমে বাইরের যেকোনো শক্তি জ্বালানি হিসেবে ১০ মিনিট ব্যবহার করতে হয়। এরপর পুনর্চক্রাকার (রিসাইকেল) পদ্ধতিতে ৪০ শতাংশ বিদ্যুৎ যন্ত্রটি জ্বালানি শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে বাকি ৬০ শতাংশ সঞ্চালন করে। এর বিদ্যুৎ উৎপাদনে আউটপুট ৩.২ শতাংশ। এটি বায়ু ও শব্দ দূষণ মুক্ত। জালাল উদ্দিন বলেন, 'একটি পাঁচ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র তৈরি করতে খরচ পড়বে দেড় মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যন্ত্রের দাম ও পরিচালনা খরচসহ ইউনিটপ্রতি উৎপাদন খরচ পড়বে মাত্র ২০ পয়সা। গ্যাস, ডিজেল, ফার্নেস অয়েল, সৌর, জল, পরমাণু বিদ্যুৎ এই যন্ত্রে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়।' তিনি জানান, একটি শক্তি ব্যবহার করে ১০ মিনিটে যন্ত্রটিকে সচল করা হয়। এরপর এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। বাইরে থেকে বাড়তি জ্বালানি দিতে হয় না। জুনাইদ পাওয়ার লিমিটেডের প্রকৌশলী হুসেন আলী বলেন, 'একবার চালু করলে মেইন সুইচ বন্ধ না করা পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন চলতে থাকে।'

জুনাইদ পাওয়ার লিমিটেডের ভাইস চেয়ারম্যান মাজেদুল আলম বলেন, 'অর্থ সহায়তার জন্য আমরা ব্যাংক ঋণের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বাণিজ্যিকভাবে কার্যক্রম শুরু না করলে ঋণ দেবে না। ফলে আমাদের স্বপ্নপূরণ মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। আমি এ বিষয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।'

জুনাইদ পাওয়ার লিমিটেডের কর্মকর্তা চিত্তরঞ্জন তালুকদার বলেন, 'অর্থাভাবে আমাদের কাজ থেমে আছে। প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা পেলে আমরা অবশ্যই দেশের বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করতে পারব। শুধু তা-ই নয়, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দেশের চাহিদা মেটানো সম্ভব।'

পাঁচবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা রব্বেল আলী বলেন, 'এত কম টাকায় বিদ্যুৎ পেলে কলকারখানা আরো বাড়বে। লোডশেডিং থাকবে না। দেশের চেহারা পাল্টে যাবে।'

■ অগ্রদূত ডেস্ক

খেলাধুলা

রিও অলিম্পিক ২০১৬

এটি ৩১তম অলিম্পিক আয়োজন ॥ সময়কাল ছিল ৫-২১ আগস্ট আগস্ট ॥ স্বাগতিক শহর: রিও ডি জেনিরো, ব্রাজিল ॥ অংশগ্রহণকারী দেশ: ২০৭টি ॥ ক্রীড়া: ২৮টি ॥ ডিসিপ্লিন: ৪১টি ॥ ইভেন্ট: ৩৬০টি ॥ মোট ভেন্যু: ৩৮টি (স্বাগতিক শহরে ৩৩টি এবং ৫টি- সাওপাওলো, বেলো হরিজেন্তে, সালভাদর, ব্রাসিলিয়া ও মানাউসে) ॥ অংশগ্রহণকারী অ্যাথলেট: ১৫,৫০০ জন ॥ অলিম্পিক আদর্শ: একটি নতুন পৃথিবী ॥ মাসকট: ভিনিসিয়াস অ্যান্ড টম (Vinicius and Tom)।

- আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (IOC)-এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট থমাস বাক-এর অধীনে এটা প্রথম অলিম্পিক।
- রিও ডি জেনিরো প্রথম দক্ষিণ আমেরিকান শহর, যেখানে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
- এটি পর্তুগিজ-ভাষী কোনো দেশে অনুষ্ঠিত প্রথম অলিম্পিক।
- রিও অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় মারাকানা স্টেডিয়ামে।

সিদ্দিকুরই প্রথম

১৯৮৪ সাল থেকে বাংলাদেশ অলিম্পিক আসরে অংশগ্রহণ করলেও ২০১৬ রিও অলিম্পিকেই প্রথম বাংলাদেশি কোনো ক্রীড়াবিদ হিসেবে দেশসেরা গলফার সিদ্দিকুর রহমান সরাসরি অংশ নেয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। অর্থাৎ যোগ্যতার ভিত্তিতে অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী প্রথম বাংলাদেশি ক্রীড়াবিদ হলেন সিদ্দিকুর রহমান। এর আগে বাংলাদেশ থেকে অলিম্পিক আসরে অংশগ্রহণকারী ক্রীড়াবিদরা সবাই ওয়াইল্ড কার্ড নামের বিশেষ সুবিধার ভিত্তিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

পতাকা বহনকারী

২০১৬ রিও অলিম্পিকে বাংলাদেশের পতাকা বহন করেন যোগ্যতার ভিত্তিতে অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী প্রথম বাংলাদেশি অলিম্পিয়ান সিদ্দিকুর রহমান।

রিও অলিম্পিকে বাংলাদেশ

২০১৬ রিও অলিম্পিকে বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণকারী মোট ৭ জন ক্রীড়াবিদ। তারা হলেন–

নং	নাম	অংশগ্রহণকারী ক্রীড়া/ইভেন্ট
০১	সিদ্দিকুর রহমান	গলফ
০২	মাহফিজুর রহমান সাগর	সাঁতার; ৫০ মিটার ফ্রি স্টাইল ও ব্রেস্টস্ট্রোক
০৩	আবদুল্লাহ হেল বাকী	শুটিং; ১০ মিটার এয়ার রাইফেল
০৪	সোনিয়া আক্তার টুম্পা	সাঁতার; ৫০ মিটার বাটারফ্লাই
০৫	শ্যামলী রায়	আর্চারি১
০৬	মেজবাহ আহমেদ	অ্যাথলেটিক্স; ১০০ মিটার স্প্রিন্ট
০৭	শিরিন আক্তার	অ্যাথলেটিক্স; ১০০ মিটার স্প্রিন্ট

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ

এটি নবম আয়োজন ॥ লোগো ও ট্রফি উন্মোচন: ১৮ জুলাই ॥ উদ্বোধন: ২০ জুলাই ॥ শুরু হয় ২৪ জুলাই ॥ অংশগ্রহণকারী দল ছিল ১২টি- ● শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব ● রহমতগঞ্জ এফসি ● বিজেএমসি ● মুক্তিযোদ্ধা ● ফেনী সকার ● ঢাকা মোহামেডেন ● ঢাকা আবাহনী ● ব্রাদার্স ইউনিয়ন ● শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র ● উত্তর বারিধারা ● চট্টগ্রাম আবাহনী ● আরামবাগ ॥ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যাডর: কণ্ঠশিল্পী মমতাজ ॥ ভেন্যু দেশের ৪টি স্থানে- ● ঢাকা বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম ● চট্টগ্রাম এমএ আজিজ স্টেডিয়াম ● সিলেট জেলা স্টেডিয়াম ● রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহে খেলা অনুষ্ঠিত হয় ॥ থিম সং: Let's Shout for Football.

শতবর্ষী কোপা আমেরিকা
চ্যাম্পিয়ন: চিলি
রানার্স আপ: আর্জেন্টিনা

এটি ৪৫তম আয়োজন ॥ স্বাগতিক: যুক্তরাষ্ট্র ॥ মোট খেলা: ৩২টি ॥ মোট গোল: ৯১টি ॥ সময়কাল: ৪-২৭ জুন ॥ অংশগ্রহণকারী দেশ: ১৬টি ॥ সর্বোচ্চ গোলদাতা: এডুয়ার্ডো ভার্গাস (চিলি); ৬টি ॥ সেরা খেলোয়াড় (গোল্ডেন বল):অ্যালেক্সিস সানচেজ (চিলি) ॥ সেরা গোলরক্ষক (গোল্ডেন গ্লাভস): ক্লদিও ব্রাভো (চিলি) ॥ ফেয়ার প্লে ট্রফি: আর্জেন্টিনা।

■ অগ্রদূত ক্রীড়া প্রতিবেদক

স্বাস্থ্য কথা

স্বাস্থ্য সম্মতভাবে হাত ধোয়ার অভ্যাস করা

শুধু টয়লেট করার পর নয় দৈনন্দিন জীবনে আমরা আমাদের হাত দিয়ে অসংখ্য কাজ করে থাকি। কাজ করতে গিয়ে আমাদের হাত অসংখ্য জীবাণুর সংস্পর্শে আসে আর এসব জীবাণু ডায়রিয়াসহ টাইফয়েড, কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া এবং পেটের রোগ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু প্রতিদিন সঠিক নিয়মে কমপক্ষে ৫ বার হাত ধুয়ে এই রোগ অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। শুধুমাত্র টয়লেট ব্যবহারের পর হাত ধুয়ে নিলে যত প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব তা ভ্যাকসিনেশন দ্বারাও সম্ভব নয়। তাই হাত ধোয়া ও পরিষ্কার রাখা খুবই জরুরি।

কীভাবে হাত ধুবেন?

- পরিষ্কার, ঠান্ডা অথবা গরম ট্যাপের পানিতে ভালোভাবে হাত ভিজিয়ে নিন।
- ট্যাপ বন্ধ করে সাবান, লিকুইড সাবান অথবা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ঘষে নিন।
- খেয়াল রাখবেন যেন হাতের কোন অংশ বাদ না যায়, বিশেষ করে হাতের পিছনে, নখের ভেতর এবং আঙ্গুলের ফাঁকে।
- অন্তত ২০ সেকেন্ড ভাল করে ঘষতে থাকুন।
- ট্যাপ ছেড়ে পরিষ্কার পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- একটি পরিষ্কার গামছা, তোয়ালে, রুমাল বা টিস্যু দিয়ে হাত মুছে ফেলুন।
- অথবা বাতাসে কিছুক্ষণ রেখে হাত শুকিয়ে ফেলুন।

কখন হাত ধোয়া উচিৎ?

- খাবার তৈরির আগে, খাবার রান্নার সময়ে এবং রান্না করার পরে ভালোভাবে হাত ধোয়া উচিৎ।
- খাবার খাওয়ার আগে।
- কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে কোথাও সরিয়ে রাখার আগে ও পরে।
- কোন আঘাত বা ক্ষত স্থানের পরিচর্যা করার আগে ও পরে।
- টয়লেট বা শৌচখানা ব্যবহারের পর অবশ্যই হাত ধোয়া উচিৎ।
- বাচ্চার ডায়পার পরিবর্তন বা বাচ্চাকে পরিষ্কার করার পর।
- নাক ঝাড়ার পর, হাঁচি বা কাশি দেওয়ার পর।
- কোন প্রাণী, প্রাণীর খাবার অথবা মল ছোঁয়ার পর।
- ময়লা পরিষ্কার করার পর।
- গৃহপালিত পশু বা পোষা প্রাণী স্পর্শ করার পর।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

ঢাকায় প্রথম SEZ

রাজধানীতে প্রথম বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) স্থাপনের প্রাক্-যোগ্যতা লাইসেন্স অর্জন করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড গ্রুপ। ১৮ জুলাই ২০১৬ এ লাইসেন্স হস্তান্তর করা হয়। ইউনাইটেড সিটি আইটি পার্ক নামের এ অর্থনৈতিক অঞ্চলটি বাড্ডার সাতারকুলে ২.৪৩ একর জমিতে প্রতিষ্ঠা করা হবে। সেখানে বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য ও সেবা উৎপাদনে বিদেশি বিনিয়োগ আসবে।

'ই-জুডিসিয়ারি' ব্যবস্থা চালু

১৫৬ বছরের প্রাচীন ব্যবস্থা ভেঙে বিচারাঙ্গনে লাগছে আধুনিকতার ছোঁয়া। মামলাজট নিরসন ও বিচারপ্রার্থীদের দুর্ভোগ কমাতে দেশের বিচার বিভাগের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো চালু হচ্ছে 'ই-জুডিসিয়ারি' ব্যবস্থা। প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে এ সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্যই এ ব্যবস্থা চালু হতে যাচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রথম পর্যায়ে দেশের কয়েকটি জেলাকে পাইলট প্রকল্পের আওতায় আনা হচ্ছে। এ প্রকল্পের সাফল্যের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে দেশের সবগুলো জেলাতেই 'ই-জুডিসিয়ারি' ব্যবস্থা চালু করা হবে।

ICT বিভাগের শর্টকোড '১০৫'

সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা বিভিন্ন কল সেন্টারের সেবা পেতে গ্রাহকদের অনেক নম্বর মনে রাখতে হয়। তবে এখন থেকে ১০৫ শর্টকোড নম্বরে ফোন করলে সব কল সেন্টারের তথ্য পাওয়া যাবে। সরকারের তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি (ICT) বিভাগকে এ শর্টকোড ব্যবহারের অনুমোদন দেয় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC)। সারা দেশে ইতোমধ্যেই সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে যেসব বিশেষজ্ঞ কল সেন্টার চালু করা হয়েছে, সেগুলো এ নম্বরের সাথে যুক্ত থাকবে। এর ফলে ১০৫ নম্বরে ফোন করে সহায়তা চাইলেই ঐ সব নম্বরে যুক্ত হতে পারবেন গ্রাহক। আইসিটি বিভাগের বিভিন্ন সেবাও এ শর্টকোড থেকে পাওয়া যাবে। বিশ্বের অন্য দেশের মতো '১০৫' শর্টকোডটি বাংলাদেশে তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির 'ওয়ান স্টপ উইন্ডো' হিসেবে কাজ করবে।

জাতীয় নম্বর পরিকল্পনা অনুযায়ী, ICT বিভাগের জন্য বরাদ্দ ১০৫ শর্টকোডসহ বর্তমানে দেশে জরুরি সেবার জন্য তিন সংখ্যার শর্টকোড রয়েছে ছয়টি।

চার লেনের দুই মহাসড়ক চালু

২ জুলাই ২০১৬ 'ঢাকা-চট্টগ্রাম' ও ঢাক-ময়মনসিংহ' চার লেনের জাতীয় মহাসড়ক আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়। বাংলাদেশের লাইফ লাইন নামে খ্যাত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চার লেনের দূরত্ব ১৯০ কিলোমিটার এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের দূরত্ব ৮৮ কিলোমিটার।

দীর্ঘতম রাবার ড্যাম উদ্বোধন

২ জুলাই ২০১৬ সুনামগঞ্জের বিশ্বম্বরপুর উপজেলায় নির্মিত দেশের দীর্ঘতম রাবার ড্যামের উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) ৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২২০ মিটার লম্বা ও ৪ মিটার উঁচু এ রাবার ড্যামটি মিছাখালী নদীর ওপর নির্মাণ করে। এতে উপজেলার আঙ্গারুলি ও করচার হাওরের প্রায় ৭ হাজার হেক্টর জমির বোরো ফসল আগাম বন্যা ও পাহাড়ি ঢলের কবল থেকে রক্ষা পাবে।
– বাংলাদেশে এ পর্যন্ত রাবার ড্যাম নির্মিত হয়েছে ৬০টি।

ন্যাশনাল হেল্পডেস্ক চালু

নাগরিকদের যে কোনো ধরনের জরুরি সমস্যার সমাধান দিতে দেশে চালু হতে যাচ্ছে ন্যাশনাল হেল্পডেস্ক। ২০৪১ নম্বরে ফোন করে ফায়ার সার্ভিস ও অ্যাম্বুলেন্সসহ যে কোনো জরুরি সেবা মুহূর্তেই পাবেন নাগরিকেরা। এমনকি কোনো সমস্যায় আক্রান্ত হলে নিজের অবস্থান জানান দেয়া যাবে পুলিশকে, লোকেশন ধরে পুলিশ দ্রুততম সময়ে পৌঁছে যাবে সেখানে।

বঙ্গবন্ধু-১ উপগ্রহ
উৎক্ষেপণ করবে স্পেস এক্স

দেশের প্রথম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু-১ উৎক্ষেপণ করবে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি স্পেস এক্স। এরই মধ্যে স্পেস এক্সের সাথে চুক্তি করেছে 'বঙ্গবন্ধু-১' নির্মাণে চুক্তিবদ্ধ ফ্রান্সের কোম্পানি থ্যালেস অ্যালেনিয়া স্পেস।

২৯ জুন ২০১৬ এ চুক্তি সম্পাদন সংক্রান্ত থ্যালেস অ্যালেনিয়া স্পেসের চিঠি বিটিআরসি'তে পৌঁছে। ফলে 'বঙ্গবন্ধু-১' উপগ্রহ নির্ধারিত সময়ে উৎক্ষেপণ নিয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল তা নিরসন হয়। এর আগে বঙ্গবন্ধু-১ উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য চুক্তি হয়েছিল ফ্রান্সের অপর কোম্পানি অ্যারিয়েন স্পেসের সাথে। প্রাথমিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের স্পেস এক্স ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ 'বঙ্গবন্ধু-১' উপগ্রহ উৎক্ষেপণে সম্মত হয়।

টমেটোর নতুন ৪ জাত উদ্ভাবন

টমেটোর চারটি নতুন জাত উদ্ভাবন করেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (শেকৃবি) গবেষকরা। এগুলো হচ্ছে-

- SAU-১
- SAU-২
- SAU-৩
- SAU-৪

কম খরচে এসব টমেটো চাষ করে দ্বিগুণ ফলন পাওয়ার সম্ভব। এছাড়া এতে রয়েছে ক্যান্সার, স্ট্রোকসহ নানা রোগ প্রতিরোধক খাদ্য উপাদান।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

রক্ত তৈরি করছে জাপান

রক্তের সংকট গোটা পৃথিবীতেই একটা তীব্র সমস্যা। বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে প্রতিদিন সারা বিশ্বে যত রক্তের চাহিদা থাকে, সে তুলনায় রক্ত সংগ্রহের পরিমাণ একেবারেই কম। এমন অবস্থায় পরীক্ষাগারে কৃত্রিমভাবে রক্ত তৈরির কাজ শুরু করেন জাপানি বিজ্ঞানীরা। আর তারই ফলে সম্প্রতি জাপানের পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি হচ্ছে রক্ত, যা অচিরেই গোটা বিশ্বে রক্তের সংকট মেটাবে।

নতুন প্রজাতির মাছ

যুক্তরাজ্যের হাওয়াই অঙ্গরাজ্যের কাছে সংরক্ষিত জলসীমায় 'হাওয়াই ইনস্টিটিউট অব মেরিন রিসার্চ'-এর গবেষকরা গবেষণা করতে গিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০০ ফুট নিচে তিনটি ভিন্ন প্রজাতির মাছ আবিষ্কার করেন। তারা এগুলোর নাম দেন 'হাওয়াইওয়ান পিকসিট'।

মাইক্রোওয়েব শনাক্তকরণে নতুন রেকর্ড

ফিনল্যান্ডের আল্টো ইউনিভার্সিটি-এর বিজ্ঞানীরা ১৪ ধাপে পুরানো রেকর্ড ভেঙ্গে মাইক্রোওয়েব শনাক্তকরণে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়েন, যা চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া কোয়ান্টাম কম্পিউটারের জন্য অতি সংবেদনশীল ক্যামেরা আর আনুষঙ্গিক উপকরণ উৎপাদনে কৃতিত্বস্বরূপ হতে পারে। ছোট ছোট অতিপরিবাহী অ্যালুমিনিয়ামের অংশ আর একটি সোনালি ন্যানোওয়্যার দিয়ে বানানো আংশিক অতিপরিবাহী মাইক্রোওয়েভ শনাক্তকরণ যন্ত্র ব্যবহার করে বিশ্বরেকর্ডটি গড়া হয়।

পুরো শনাক্তকরণ যন্ত্রটি মানুষের একটি রক্তকণিকার চেয়েও আকারে ছোট। এ রেকর্ড ভাঙা কোয়ান্টাম কম্পিউটিং অ্যান্ড ডিভাইসেস-এর গবেষণা দলের প্রধান মিকো মটোনেন। দ্য ইউরোপিয়ান রিসার্চ কাউন্সিল (ইআরসি) সম্প্রতি বাণিজ্যিকভাবে প্রয়োগের জন যন্ত্রটি উন্নতকরণের অনুমোদন দিয়ে মটোনেনকে পুরস্কৃত করে।

গাড়ি পার্ক করবে রোবট

সম্প্রতি চীনের গবেষকরা নতুন এক পার্কিং রোবট উদ্ভাবন করেন। এর ফলে মানুষ সমান্তরাল গাড়ি পার্কের ঝামেলা থেকে শীঘ্রই মুক্তি পেতে যাচ্ছে বলে দাবি নির্মাতাদের।

লেজার-নির্দেশিত এ 'গেটা' (গেট এ কার) রোবট যানবাহনের নিচে 'স্লাইড' করতে পারে। গাড়ির নিচে থাকা রোবট 'স্লাইড'গুলো পার্কিং লটে একটি পার্কিং স্পেস খুঁজে বের করে এবং কম জায়গায় গাড়ি পার্ক করে। এ রোবট একটি গাড়ি পার্কিং করার জন্য মাত্র দুই মিনিট সময় নেয়। এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট গতিপথ মেনে চলে না, বরং ৩৬০ ডিগ্রিতেই গতিশীল থাকতে পারে এ রোবট। পার্কিং রোবট মূলত পার্কিং স্পেস-এর সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

শনির চাঁদে প্রাণ

নতুন এক গবেষণায় মহাকাশ বিজ্ঞানে যুগান্তকারী এক চমকপ্রদ তথ্যের সন্ধান মিলেছে। গবেষণায় পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, শনির বৃহত্তম চাঁদ টাইটানে প্রাণের স্পন্দন থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানে খোঁজ পাওয়া হাইড্রোজেন সায়ানাইডের (HCN) কারণেই এমন ধারণা করা হচ্ছে। টাইটানের HCN-এর বিক্রিয়ায় তৈরি হতে পারে পলিমার; যার মধ্যে একটিকে 'পলিমাইন' বলা হয়। টাইটানের মতো ঠাণ্ডা পরিবেশে 'পলিমাইন' সূর্য থেকে শক্তি শোষণ করতে সক্ষম, যেটা প্রাণের অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে। টাইটানের পরিবেশ অত্যন্ত ঠাণ্ডা। সেখানে পানি না থাকলেও প্রচুর পরিমাণে তরল মিথেন ও ইথেন রয়েছে। সেখানকার ঘন আবহাওয়া হলুদ কুয়াশার মতো রয়েছে প্রচুর নাইট্রোজেন ও মিথেন। সূর্যের আলোয় এ বিষাক্ত পরিবেশ প্রতিফলিত হওয়ার পর যে বিক্রিয়া হয়, এতেই তৈরি হয় হাইড্রোজেন সায়ানাইড।

শনিগ্রহের রয়েছে ১৫০টির বেশি উপগ্রহ। কিন্তু এর মধ্যে নাম দেয়া হয়েছে মাত্র ৫৩টির। আকার বিবেচনায় ১৮টি উপগ্রহকে মূল উপগ্রহ ধরা হয়। টাইটান উপগ্রহটি সবচেয়ে বড়। পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদের সাথে তুলনা করলে এটি ব্যাসে প্রায় ১৪৮ শতাংশ বড়।

এক গ্রহের তিন সূর্য

সম্প্রতি ৩২০ আলোকবর্ষ দূরে তিনটি নক্ষত্র আছে এমন গ্রহের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। 'সেন্তেরাস'- এর নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত গ্রহটি 'এইচডি ১৩১৩৯৯এবি' নামে পরিচিত।

তিনটি উজ্জ্বল তারার মধ্যে উজ্জ্বলতম তারার চারিদিকে এটি একটি প্রশস্ত কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে। অন্য নক্ষত্র দুটি একে অপরের চারদিকে আবর্তন করে এবং এরা গ্রহটির কক্ষপথের বাইরে অবস্থান করে। তারা দুইটি কেন্দ্রের বড় নক্ষত্রকে ঘিরে আবর্তন করে। কেন্দ্রে থাকা এ নক্ষত্র আমাদের সূর্যের চেয়ে ৮০ শতাংশ বড়। কক্ষপথের অর্ধেক যেতে গ্রহটি সময় নেয় পৃথিবীর ৫৫০ বছরের সমান। ১.৬ কোটি বছর বয়সী এ গ্রহে অনেক বছর ধরে নক্ষত্রগুলো কাছাকাছি অবস্থান করছে এবং সমানতালে তিনবার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত ঘটায়। গ্রহটির ভর সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির ভরের তুলনায় চারগুণ বেশি আর তাপমাত্রা ৫৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

■ তথ্য সংগ্রাহক: সালেহীন সিরাত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্কাউট লিডার বেসিক কোর্স

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাকে স্কাউট জেলা ঘোষণা করার লক্ষে জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন জেলার প্রতিটি উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্কাউট দল খোলার প্রয়োজনে কাজ করছেন। ইতোমধ্যে কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, আশুগঞ্জ, নবীনগর, বাঞ্ছারামপুর, সরাইল উপজেলায় বেসিক কোর্স সম্পন্ন হয়েছে। জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ১২-১৬ আগস্ট স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স ব্রাহ্মণবাড়িয়া সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় কমিশনার (সংগঠন) আখতারুজ জামান খান কবির, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) মোঃ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) কাজী নাজমুল হক। মহাতাঁবু জলসায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। বিশেষ অতিথি জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন জাতীয় উপ-কমিশনার (আন্তর্জাতিক), ব্রাহ্মণবাড়িয়া পুলিশ সুপার মোঃ মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ স্কাউটস নির্বাহী পরিচালক আরশাদুল মুকাদ্দিস। কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন জনাব আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার, এনডিসি। প্রশিক্ষক হিসেবে তাকে সহায়তা করেন জনাব আমিমুল এহসান খান পারভেজ, জনাব মোহাম্মদ আবুল খায়ের, জনাব মোঃ আবু নুমান সরকার, জনাব ফারুক আহাম্মদ, জনাব জুবায়ের ইউসুফ, জনাব এবিএম আবুল হাশেম ও জনাব একেএম আশিকুজ্জামান।

■ **খবর প্রেরক:** মোঃ অলিউলাহ্ সরকার অতুল
অগ্রদূত সংবাদদাতা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা

স্কাউট ইউনিট পরিদর্শন

বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনার (ভূ-সম্পত্তি) ও সচিব (পিআরএল) জনাব শাহজাহান আলী মোল্লা ২৮ জুলাই ২০১৬ রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার ৩টি স্কাউট ইউনিট পরিদর্শন করেন। বালিয়াকান্দিতে স্বাবলম্বি ইসলামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাবদল পরিদর্শন করেন। গ্রুপ কমিটির সাথে মতবিনিময় করেন। কাব দলের আগামী ১ বছরের কর্মসূচি প্রণয়ন করে কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান করেন। কাবদলের সকল রেজিষ্ট্রার দেখেন। ১টি প্যাক মিটিং দেখা হয়। সকল কাবকে কাব স্কাউটিং কার্যক্রমে আরো বেশি অংশগ্রহণের কথা বলেন। প্রতি বছর কমপক্ষে ২ জন শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ডধারী তৈরি করার পরামর্শ প্রদান করেন। বহরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের স্কাউট দল পরিদর্শন করেন। দলের সকল রেজিষ্ট্রার দেখেন। একটি ট্রুপ মিটিং দেখেন। ট্রুপ মিটিং নিয়মিত করার পরামর্শ প্রদান করেন। ট্রুপ মিটিং এ ৩১ জন স্কাউট উপস্থিত ছিল। স্থানীয় অভিভাবকগণের সাথে মতবিনিময় সভায় তিনি সকলকে স্কাউটিং কার্যক্রমে অধিক হারে অংশগ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন।

বহরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাব দল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় ২৪ জন কাব উপস্থিত ছিল। তাদের কাব আইন, কাব প্রতিজ্ঞা বলতে বললে তারা তা সঠিকভাবে বলতে পারে। তিনি গ্রুপ কমিটির সভায় গ্রুপের কার্যক্রমে অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করে কার্যক্রম পরিচালনা করার পরামর্শ প্রদান করেন। রাজবাড়ী সরকারি কলেজ রোভার ইউনিট পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় ২৪ জন রোভার স্কাউট উপস্থিত ছিল। রোভার ইউনিটের কার্যক্রম নিয়ে রোভারদের সাথে কথা বলা হয়। প্রতি বছর ১ জন করে পিআরএস তৈরি করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। রোভার স্কাউট ইউনিট পরিদর্শনের সময় জেলা প্রশাসক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ আশরাফ হোসেন,

জেলা রোভারের কমিশনার, জেলা রোভারের সম্পাদক আবদুর রশীদ মিয়া, জেলা স্কাউট সম্পাদক জনাব আজিজা খানম, রোভার ইউনিটের গ্রুপ কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় উপ কমিশনার জেলা স্কাউট ভবন নির্মাণের জায়গা পরিদর্শন করেন। জায়গায় নির্মাণ কাজ অতিশীঘ্র শুরু করার জন্য জেলা স্কাউট সভাপতিকে অনুরোধ করেন।

■ **খবর প্রেরক:** মোঃ হামজার রহমান শামীম
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, ফরিদপুর জোন

জামালপুরে বন্যার্তদের সহায়তায় স্কাউট

সাম্প্রতিক বন্যায় জামালপুরের ৬টি উপজেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। জেলা প্রশাসন, সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে সহায়তার হাত বাড়ায়। এ কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে স্কাউট ও রোভার স্কাউটবৃন্দ। ৩০ জুলাই ২০১৬ জামালপুর জেলা প্রশাসকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বন্যার্ত মানুষের জন্য রুটি তৈরী করে সর্বপ্রথম জেলা প্রশাসকের ত্রাণ ভান্ডারে জমা দেয় প্রতিশ্রুতি মুক্ত স্কাউট গ্রুপের ১০ জন স্কাউট। ৩১ জুলাই ২০১৬ তারিখ থেকে নিয়মিতভাবে জামালপুর সার্কিট হাউজে ত্রাণ বিতরণ কাজে সহায়তা করেন প্রতিদিন প্রায় ১৪ জন স্কাউট ও রোভার স্কাউট এবং জেলা রোভারের কর্মকর্তগণ। জামালপুরে বন্যা পরিস্থিতিতে করণীয় বিষয়ে ৩১ জুলাই ২০১৬ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জামালপুর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে বন্যা কবলিত মানুষের জন্য রুটি তৈরীর কাজে সহায়তা করেন প্রতিশ্রুতি মুক্ত স্কাউট গ্রুপের স্কাউটবৃন্দ।

ইসলামপুর উপজেলায় বন্যা কবলিত মানুষের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ করে নিয়ে বিতরণ করেন ইসলামপুর জেজেকেএম গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের গার্ল ইন স্কাউট দল। এ কাজে নেতৃত্ব দেন জামালপুর জেলা স্কাউটস কোষাধ্যক্ষ এবং কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আব্দুছ ছালাম চৌধুরী এবং ইউনিট লিডার জেসমিন আক্তার।

ইসলামপুর উপজেলার নোয়াড়পারা ইউনিয়নের বন্যা কবলিত মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণে সহযোগিতা করেন ইসলামপুর কলেজের রোভার স্কাউট দল ও ইসলামপুর মুক্ত স্কাউট দল, এ কাজে সহায়তা করেন ইসলামপুর উপজেলা স্কাউট লিডার রফিকুল আলম।

মাদারগঞ্জ উপজেলা উপজেলা স্কাউট সম্পাদক নাছরীন নেছা এর নেতৃত্বে প্রায় ২০ জন স্কাউট ও ইউনিট লিডার ৩১ জুলাই ২০১৬ থেকে নিয়মিতভাবে মাদারগঞ্জে বন্যা কবলিত মানুষের জন্য রুটি তৈরী করেন ও ত্রাণ বিতরণ কাজে সহায়তা করেন।

বন্যার্তদের ও বন্যার্ত পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ত্রাণসামগ্রি বিতরণ করেন সরিষাবাড়ি উপজেলার কাব লিডার শেফালী খাতুন ও কাব ইউনিট লিডার নাজমুন নাহার, শাহিদা আবেদিন ও শফিকুল।

■ খবর প্রেরক: আনোয়ার হোসেন
জেলা স্কাউট লিডার, জামালপুর জেলা

রাজবাড়ী জেলার ত্রৈ-বার্ষিক কাউন্সিল সভা

বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজবাড়ী জেলার ত্রৈবার্ষিক কাউন্সিল সভা ০২ আগস্ট ২০১৬ রাজবাড়ী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ত্রৈ-বার্ষিক কাউন্সিল সভার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজবাড়ী জেলা জনাব জিনাত আরা। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জেলা স্কাউট সম্পাদক জনাব আজিজা খানম। ত্রৈ-বার্ষিক কাউন্সিল সভার নির্বাচন পর্ব পরিচালনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, ফরিদপুর জোনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম এবং সভাপতিত্ব করেন জেলা স্কাউট কমিশনার জনাব সৈয়দা নওশীন পর্ণীনি। প্রধান অতিথি বলেন, স্কাউটিং কার্যক্রমে অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করে কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সকলকে অনুরোধ এ কাজে তিনি সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন বলে জানান । সভায় ৪৩ জন কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন।

কাউন্সিলে বিগত ৩ বছরের (২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬) নিরীক্ষিত হিসাব উপস্থাপন করা হয়। আগামী অর্থ বছরের বাজেট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয় এবং ৩ সদস্য বিশিষ্ট অডিট কমিটি গঠন করা হয়। কাউন্সিলরগণের মতামতের ভিত্তিতে সভাপতি (পদাধিকার বলে) জনাব জিনাত আরা, কমিশনার (সুপারিশকৃত) জনাব সৈয়দা নওশীন পর্ণীনি এবং সম্পাদক জনাব সৈয়দ ছিদ্দিকুর রহমানকে নির্বাচিত করা হয়। এছাড়া সহ-সভাপতি, কোষাধক্ষ্য, যুগ্ম সম্পাদক পদেও স্কাউট কর্মকর্তা নির্বাচিত করা হয়। অবশেষে সভার সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করেন।

■ খবর প্রেরক: মোঃ হামজার রহমান শামীম
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, ফরিদপুর জোন

ফেনী জেলায় স্কাউটস নির্বাহী কমিটির সভা

ফেনী জেলা প্রশাসক ও ফেনী জেলা স্কাউটস এর সভাপতি মোঃ আমিনুল আহসান এর সভাপতিত্বে ১৮ জুলাই ২০১৬ বিকাল ৪টায় জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় ফেনী জেলা স্কাউটস এর নির্বাহী কমিটির সভা। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন জালাল সাইফুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাবিক), হাবিবুর রহমান পাটোয়ারী, কমিশনার, জেলা স্কাউটস, এ.কে.এম ফরিদ আহাম্মদ, এলটি, সম্পাদক, জেলা স্কাউটসসহ জেলা স্কাউটস এর অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। ফেনী জেলা স্কাউটস এর সম্পাদক এ.কে.এম ফরিদ আহম্মদ এর উপস্থাপনায় পরিচিতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেলা নির্বাহী কমিটির সভা আরম্ভ করা হয়। প্রথমে জেলা সম্পাদক পূর্বের সভার কাযবিবরণী পাঠ করেন এবং আলোচনান্তে তা অনুমোদন করা হয়। অতঃপর জেলা স্কাউটস এর বিগত ২০১৫-২০১৬ বছরের অডিট অনুমোদন করা হয়। ২০১৬-২০১৭ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন করা হয়। ২০১৬-২০১৭ সালের জেলা উপজেলার ক্যালেন্ডার অনুমোদন করা হয়। অবশেষে বর্তমান জেলা স্কাউটস ভবনে বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে (সাবিক) আহবায়ক করে প্রাথমিক ড্রইং ও ডিজাইন প্রস্তুত করার জন্য উপকমিটি করা হয়। অতঃপর জেলা প্রশাসক মহোদয় জেলা স্কাউটস এর নেতৃবৃন্দকে স্কাউটস কাযক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম, প্রশিক্ষণ ও সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিয়ে কাজ করার পরামর্শ প্রদান করেন এবং সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন বলে জেলা স্কাউটস নেতৃবৃন্দকে আশ্বাস প্রদান করেন। আর কোন আলোচনা না থাকায় জেলা প্রশাসক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পশুরাম উপজেলায় ওরিয়েন্টেশন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস কুমিল্লা অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ স্কাউটস পশুরাম উপজেলার উদ্যোগে ২৩ জুলাই ২০১৬, পশুরাম পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে। পশুরাম উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন, হাইস্কুল, ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের নিয়ে ৩০৪তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সের কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন এ.কে. এম ফরিদ আহাম্মদ এলটি, প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে মোঃ বেলাল হোসেন, সম্পাদক, সোনাগাজী উপজেলা স্কাউটস ও জেলা স্কাউটস লিডার ফেনী জেলা, গোলাম হায়দার মজুমদার, শিউলি দত্ত,। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মনিরা হক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পশুরাম, ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউট পশুরাম উপজেলা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, যথাক্রমে কামাল উদ্দিন মজুমদার, চেয়ারম্যান, পশুরাম উপজেলা পরিষদ, এনামুল করিম মজুমদার বাদল, ভাইস চেয়ারম্যান, পশুরাম উপজেলা পরিষদ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, পশুরাম ও উপজেলা সহকারি শিক্ষা অফিসার, পশুরাম। জালাল উদ্দিন আহাম্মদ, সম্পাদক, পশুরাম উপজেলা স্কাউটস এর সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট বিতরণের মাধ্যমে কোর্সের সমাপ্তি হয়। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশন কোর্সে পশুরাম উপজেলার ৫০ জন শিক্ষক শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

■ **খবর প্রেরক:** মোঃ বেলাল হোসেন
অগ্রদূত সংবাদদাতা, ফেনী জেলা

কুমিল্লায় স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস, কুমিল্লা জেলার উদ্যোগে ২১-২৫ জুলাই ২০১৬ পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপি স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স সম্পন্ন হয়েছে। ২১ জুলাই ২০১৬ কোর্সের উদ্বোধন করেন কোর্স লিডার জনাব মোঃ আবদুল আউয়াল ভূঁইয়া। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, কুমিলা অঞ্চলের উপ-পরিচালক, প্রেসিডেন্ট রোভার স্কাউট জনাব মোঃ আবদুল মান্নান, জেলা কমিশনার এ.কে.এম জাহাঙ্গীর আলম, জেলা রোভারের প্রতিনিধি মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম শুভ ও প্রশিক্ষকবৃন্দ। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৪০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

পিএস মূল্যায়ন

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ এওয়ার্ড 'প্রেসিডেন্ট এওয়ার্ড' পাওয়ার লক্ষে ৫ আগস্ট ২০১৬ শুক্রবার ফেনী জেলা স্কাউট ভবনে কুমিল্লা অঞ্চলের আঞ্চলিক পর্যায়ের মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মূল্যায়নে ফেনী জেলা স্কাউট এর ৭ জন মেয়ে ৬৯ জন ছেলে সহ মোট ৭৬ জন স্কাউট অংশগ্রহন করে। সকাল ১০ টা থেকে শুরু হয়ে লিখিত পরীক্ষা, সাতাঁর পর্যবেক্ষন, মৌখিক পরীক্ষাসহ মোট ৩টি ধাপে মূল্যায়ন বিকেল ৪ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। অঞ্চল পর্যায় থেকে মূল্যায়নকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ফছিউর রহমান। উক্ত মূল্যায়নকে কেন্দ্র করে ফেনী জেলা স্কাউট ভবনে স্কাউটদের এক মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

■ **খবর প্রেরক:** তন্ময় রায়
অগ্রদূত সংবাদদাতা, ফেনী জেলা

আলোকিত জাতি গঠনে স্কাউটসের ভূমিকা অপরিসীম

- এমপি ইসরাফিল আলম

নওগাঁ-৬ আসনের সংসদ সদস্য ইসরাফিল আলম এমপি বলেছেন, বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের বিরত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, উন্নয়নের ধারা সমুন্নত রাখতে হলে জ্ঞান ও মেধা ভিত্তিক জাতি গড়তে স্কাউটসে এর ভূমিকা অপরিসীম। এই জন্য স্কাউটসের আদর্শের কোন বিকল্প নাই। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণ করার লক্ষে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ দেশে আগামী প্রজন্মকে জ্ঞান, মেধা ভিত্তিক, কর্মমুখী সৃজনশীলতা ও যুগোপযুগী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে বাস্তব জীবনে তারা জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। শিক্ষাই একমাত্র মানুষের সম্পদ। শিক্ষা জীবন শেষে বাস্তব জীবনে স্কাউটস এর আদর্শ যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে অবশ্যই এর কোন ক্ষয় নাই। ভবানীপুর জি এস উচ বিদ্যালয়ে ৪ দিনব্যাপী কাব ক্যাম্পুরী অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন পরিদর্শনকালে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় উপস্থিত ছিলন, আত্রাই উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এবাদুর রহমান, নওগাঁ-জয়পুরহাট জেলা সহকারী পরিচালক আব্দুর রশিদ, ক্যাম্পুরী প্রোগ্রাম চীফ তারেক মোঃ মাহবুব উল আলম, কমিশনার সনৎ কুমার প্রামানিক, উপজেলা স্কাউটস সম্পাদক রুহুল আমিন, শাহাগালা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোঃ শফিকুল ইসলাম বাবুসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকগণ প্রমুখ। ১৩ আগস্ট আত্রাই উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মোখলেছুর রহমান উদ্বোধন করেন এ ক্যাম্পুরীতে আত্রাই উপজেলার ৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৩৪ জন কাব সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

সিরাজগঞ্জ অন্বেষণমুক্ত স্কাউট দলের ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

অন্বেষণমুক্ত স্কাউট দলের উদ্যোগে পবিত্র মাহে রমজান ও সিরাজগঞ্জ অন্বেষণ মুক্ত স্কাউটদলের প্রধান উপদেষ্টা ও সফল সাবেক জেলা প্রশাসক ও বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের বর্তমান সম্পাদক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম পদোন্নতি পদে যোগদান করায় ইফতার ও বিশেষ দোয়া মাহফিল সিরাজগঞ্জ টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরাম কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সিরাজগঞ্জ অন্বেষণ মুক্ত স্কাউট দলের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ও সিনিয়র সাংবাদিক দৈনিক করোতোয়া- ব্যুরো চীফ এর সভাপতিত্বে প্রথম পর্বে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা স্কাউটস কমিশনার জনাব মোঃ হায়দার আলী, সম্পাদক মোঃ আলতাফ হোসেন, জাতীয় প্রথম-আলো পত্রিকার নিজস্ব প্রতিবেদক, সিরাজগঞ্জ জনাব এনামুল হক খোকন ও সিরাজগঞ্জ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা দৈনিক 'আজকের সিরাজগঞ্জ' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মোঃ আমিরুল ইসলাম সান্টু, দৈনিক যমুনা প্রবাহের নির্বাহী সম্পাদক আঃ মজিদ, অন্বেষণ মুক্ত স্কাউট দলের প্রতিষ্ঠাতা মোঃ হোসেন আলী ছোট্ট।

ইফতার মাহফিলে এর প্রথম পর্বে আত্মশুদ্ধি অর্জনে মাহে রমজান শীর্ষক আলোচনা সভায় আলোচনা করেন সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া সরকারি কলেজ জামে মসজিদের পেশ ইমাম ও খতিব হাফেজ মাওলানা মোঃ আব্দুল হালিম। তিনি বলেন, প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও রহমত, মাগফেরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির পয়গাম নিয়ে আগমণ করেছে পবিত্র মাহে রমযান। মাহে রমজানে সাধনা তুল্য ইবাদত সিয়ামকে ফরজ করা হয়েছে। যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা। আল্লাহ বলেন- " হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।" (সুরা বাকারা)

তাকওয়ার স্বাভাবিক অর্থ হলো আল্লাহকে ভয় করা। আল্লাহকে ভয় করে তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করা ও নিষেধ থেকে বেঁচে থাকার নামই তাকওয়া। ইহকালিন শান্তি ও পরকালিন মুক্তির জন্য তাকওয়া অর্জনের বিকল্প ।

তিনি আরো বলেন, একজন ব্যক্তির মধ্যে তাকওয়া থাকলে সে কখনো চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই করাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনা। তাকওয়া থাকলে সে কখনো ব্যবসায়ের কাজে মিথ্যা, প্রতারণা, খাদ্যে ভেজাল ও ফরমালিন মিশ্রিত করতে পারেনা। একজন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারির মধ্যে তাকওয়া থাকলে কখনো তিনি ঘুষ গ্রহণ করতে পারবেনা,দুর্নীতি করতে পারে না।

■ খবর প্রেরক: মোঃ হোসেন আলী ছোট্ট
অগ্রদূত সংবাদদাতা, সিরাজগঞ্জ জেলা

বঙ্গবন্ধুর আদর্শে স্কাউটদের এগিয়ে যেতে হবে

– শিক্ষাবোর্ড চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের সভাপতি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, সিলেট এর চেয়ারম্যান এ.কে.এম গোলাম কিবরিয়া তাপাদার বলেছেন, শেখ মুজিব একটি ইতিহাস, একটি আদর্শ। তাই বঙ্গবন্ধুর আদর্শে স্কাউটদের এগিয়ে যেতে হবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে লালন করে দেশসেবায় স্কাউটদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। তিনি বলেন, বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে একটি দেশ, একটি স্বাধীন জাতি উপহার দিয়েছেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধী ও অকৃতজ্ঞরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে আমাদের জাতিসত্তায় আঘাত হেনেছিল। তিনি নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানার জন্য আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী" পাঠ করার পরামর্শও দেন তিনি। সিলেট স্টেডিয়াম গেইটস্থ বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক কার্যালয় স্কাউট ভবন, সিলেটে বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চল কর্তৃক জাতীয় শোক দিবস ও হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। জাতীয় কর্মসূচীর আলোকে বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের সহ-সভাপতি ও প্রাথমিক শিক্ষা, সিলেট বিভাগের উপ-পরিচালক তাহমিনা খাতুন। আঞ্চলিক উপ-কমিশনার ডাঃ মোঃ সিরাজুল ইসলামের উপস্থাপনায় ও স্কাউট শিমুল আহমদের কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সূচীত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ-কমিশনার ইসমাইল আলী বাচ্চু এবং স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিশনার মুবিন আহমদ জায়গীরদার। বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক সম্পাদক মোঃ মহিউল ইসলাম মুমিত, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের সহযোজিত সদস্য মোঃ আসাদ উদ্দিন, আঞ্চলিক পরিচালক উনুচিং মারমা। অন্যান্যের মধ্য উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট মেট্রোপলিটন সম্পাদক মোঃ ওয়াহিদুল হক।

সিলেট অঞ্চলে "কমিটি রিজিওন ভিজিট' সম্পন্ন

বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের "কমিটি রিজিওন ভিজিট' গত ২৮-২৯ জুলাই স্কাউট ভবন, সিলেটে সম্পন্ন হয়েছে। আঞ্চলিক কমিশনার মুবিন আহমদ জায়গীরদার এর সভাপতিত্বে ও আঞ্চলিক সম্পাদক মোঃ মহিউল ইসলাম মুমিতের সঞ্চালনায় এতে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম) পীর ই আযম (আকমল), জাতীয় উপ-কমিশনার (সংগঠন) এবিএম ইমরান, জাতীয় উপ-কমিশনার (গার্ল ইন স্কাউট) মাহবুবা খানম, সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক কোষাধ্যক্ষ স.ব.ম দানিয়াল, বাংলাদেশ স্কাউটসের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ আবুল খায়ের, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক উনুচিং মারমা, সহকারী পরিচালক (কাব) মোঃ আনোয়ার হোসেন। এতে প্রশিক্ষণ, প্রোগ্রাম, সংগঠন, গার্ল ইন স্কাউটিং এবং অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

■ খবর প্রেরক: মোঃ শাহনুর হোসেন
অগ্রদূত সংবাদদাতা, সিলেট জেলা

সিলেট মেট্রোপলিটন জেলা স্কাউটস এর কমিটি গঠন

সিলেট বিভাগে মেট্রোপলিটন জেলা গঠিত হওয়ার পর ৩য় মেয়াদের জন্য মেট্রোপলিটন জেলা স্কাউট কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১৪ জুলাই ২০১৬ ত্রৈ-বার্ষিক কাউন্সিল সভার মাধ্যমে উক্ত কমিটি গঠন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক সিলেট ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস সিলেট মেট্রোপলিটন জেলা জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন। বাংলাদেশ স্কাউটস এর গঠন ও নিয়মানুযায়ী উপস্থিত কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

সহ-সভাপতি পদে ৫ জন- ১. জনাব শহীদ মোহাম্মদ ছাইদুল হক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিক্ষা ও আইসিটি, ২. জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, জেলা শিক্ষা অফিসার, ৩. জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ৪. জনাব এ এইচ এম ইসরাইল আহমদ, প্রধান শিক্ষক, দক্ষিণ সুরমা নছিবা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ৫. জনাব শেফালী বেগম, প্রধান শিক্ষক, সরকারী কিন্ডার গার্টেন। কোষাধ্যক্ষ পদে জনাব জিয়াউর রহমান, স্কাউট লীডার, আব্দুল গফুর আদর্শ স্কুল এন্ড কলেজ। সম্পাদক পদে জনাব মোঃ ওয়াহিদুল হক, ধুমকেতু মুক্ত স্কাউট দল ও যুগ্ম সম্পাদক পদে শংকরী কর, লামাবাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রুপ কমিটির সভাপতি ২জন যথাক্রমে জনাব, মোঃ শাহ আলম, প্রধান শিক্ষক, পুলিশ লাইন উচ্চ বিদ্যালয় ও জনাব ছন্দা দে, সৈয়দ হাতিম আলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। মেট্রোপলিটন জেলা স্কাউট কমিশনার পদে দি এইডেড হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব সৈয়দ এনায়েত হোসেন এর নাম সুপারিশ করা হয়।

■ খবর প্রেরক: মোঃ ওয়াহিদুল হক
সম্পাদক, বাংলাদেশ সিলেট মেট্রোপলিটন জেলা

সড়ক সংস্কার করে বাঁচাতে এগিয়ে এল রোভার স্কাউট

বগুড়া শহরের ১৮ কিলোমিটার দূরে গাবতলী উপজেলায় অবস্থিত উত্তরবঙ্গের অন্যতম বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৈয়দ আহম্মদ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।বগুড়া সাতমাথা থেকে প্রতিদিন ছাত্র, শিক্ষার্থী এবং কর্মচারীদের যাতায়াত করার জন্য কলেজবাস চলাচল করে। কলেজবাস ছাড়াও এই পথটিতে অনেক গণপরিবহন চলাচল করে। অর্থাৎ কয়েক লক্ষাধিক মানুষ এই পথে প্রতিদিন চলাচল করে। কিন্তু এই জন গুরুত্বপূর্ণ পথটি এতটাই বেহাল দশা যে কলেজ বাসসহ প্রতিদিন ৫/৬ টি গাড়ির যন্ত্রাংশ ভেঙে যায়। রাস্তায় গাড়ি বিকল হলে জনদূর্ভোগ চরমে পৌঁছে। পরীক্ষার্থীরা সময়মত পৌঁছাতে পারে না। এমনকি কোন জরুরী রোগী বহনকারী যানবাহনগুলোও আটকা পড়ে যায় পথেই কেউ বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। এছাড়া সড়কের বেহাল দশায় প্রতিনিয়ত দূর্ঘটনায় প্রাণহানি এবং ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটছে। এমন অবস্থায় মৃত্যুকূপে পরিণত হওয়া এই কলেজমুখী রাস্তাটির সংস্কারে এগিয়ে আসে বগুড়া জেলা রোভারের অন্যতম ইউনিট সৈয়দ আহম্মদ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রোভার স্কাউট গ্রুপ।

রোভার সদস্যরা কলেজের অধ্যক্ষ ও রোভার গ্রুপের গ্রুপ কমিটির সভাপতি মোঃ সাইদুজ্জামান এর সহযোগিতায় কলেজবাস নিয়ে ১৮০ বস্তা সুরকি, মাটি, খোয়া ও ভাঙা ইট ফেলে মৃত্যুকূপ ভরাট করার উদ্যোগ নেয়। গত ২০ জুলাই রোভার স্কাউট সদস্যরা সকাল ১১টা হতে দুপুর ১:৩০ পর্যন্ত গাবতলি উপজেলার সুখানপুকুর রেল স্টেশন, বাজার, খাদ্য গোডাউন, সোনালি ব্যাংক, সিএনজি স্ট্যান্ডসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বস্তা ফেলে খানাখন্দ ভরাট করে। এতে যাত্রী, এলাকাবাসি, ড্রাইভার ও গাড়ির মালিকসহ সংশিষ্ট সবাই রোভার স্কাউটদের এই সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি কর্মচারীদের উদাসীনতায় এলাকাবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

সৈয়দ আহম্মদ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের গ্রুপ লিডার গাজিউল ইসলাম ও আরএসএল রেজাউল কবির এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে সিনিয়র রোভার মেট মোবারক হোসেন এর নেতৃত্বে রোভার মেট শরিফুল ইসলাম, কবির হোসেন, বুলবুল আহম্মেদ, রোমান হোসেন, মাহাবুর হাসান, আম্মার হোসেন এবং মোঃ রিয়েল রাস্তা সংস্কারে অংশগ্রহণ করেন।

■ খবর প্রেরক: সিজুল ইসলাম
অগ্রদূত সংবাদদাতা, বগুড়া জেলা

সুবিধা বঞ্চিতদের মাঝে রোভারদের সেমাই চিনি বিতরণ

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে নওগাঁয় দুস্থদের সেমাই চিনি বিতরণের মাধ্যমে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রোভার স্কাউট সদস্যরা।

নওগাঁর সমাজসেবামূলক সামাজিক সংগঠন আলোর সন্ধানে'র আয়োজনে নওগাঁস্থ ৩টি এবং রাজশাহীর ১টি উপজেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। এই সেমাই চিনি বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে নওগাঁ জেলা রোভারের বঙ্গবন্ধু সরকারি মহাবিদ্যালয় রোভার গ্রুপ, সাপাহার সরকারি কলেজ রোভার গ্রুপ ও বগুড়া জেলা রোভারের সান্তাহার সরকারি কলেজ রোভার গ্রুপ। সেমাই চিনি বিতরণ কার্যক্রম ৩০ জুন সাপাহার, ২ জুলাই বাগমারা, ৩ জুলাই বদলগাছী, ৪ জুলাই সান্তাহার এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমাই চিনি বিতরণ কার্যক্রমে ৩০০টি দুস্থ পরিবারের মাঝে সেমাই চিনি বিতরণ করা হয়।

নওগাঁ জেলা রোভারের বিভিন্ন কলেজ সমূহের রোভারিং কার্যক্রম ত্বরান্বিত করণে বিভিন্ন সামাজিক সেবামূলক কাজে যুবদের উদ্বুদ্ধ করে আসছে আলোর সন্ধানে। "শুভ শক্তির জয় হোক" শ্লোগানে এগিয়ে চলা এই সংগঠনটি নওগাঁ জেলা রোভারের সাথে রোভার ইউনিটের মাধ্যমে রোভার পল্লী নির্ধারণ ও পল্লীকে আদর্শ পল্লী হিসেবে বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

২০১৩ সাল হতে আলোর সন্ধানে সমাজের মানুষের পাশে বিভিন্নভাবে অবদান রেখে যাচ্ছে। সংগঠনটি রক্তদান কর্মসূচী, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, বির্তক প্রতিযোগিতা, সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের ফল উৎসব, চাকুরী বিষয়ক পত্রিকার স্ট্যান্ড, দুস্থদের মাঝে সেমাই চিনি বিরতণ, মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও খেলাধূলার উপকরণ সরবরাহ, ডিজিটাল শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়ন, উপস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালা, অঞ্চল ভিত্তিক ইতিহাস ঐতিহ্য সংরক্ষণ, শহীদ মিনার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার খরচ বহন, যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, শীতার্তদের শীতবস্ত্র বিতরণ, হাতধোয়া দিবস উদযাপনসহ নানাবিধ কাজ করে চলেছে।

যুবদের অবক্ষয় থেকে দূরে রেখে সুন্দর মানসিকতায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অনবদ্য অরাজনৈতিক আন্দোলনের নাম রোভার স্কাউটিং। আলোর সন্ধানে সেই শক্তিকেই বেগবান করে সমাজে ভালো মানসিকতার উত্থান ঘটাতেই প্রয়াস চালাচ্ছে।

■ খবর প্রেরক: মোঃ আরমান হোসেন
অগ্রদূত সংবাদদাতা, নওগাঁ জেলা

স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা

শিহাব শাহরিয়া

নারায়নপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
নারায়নপুর

প্রকৃতি প্রমা

সাজেদা কবির উদ্দিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
ফরিদপুর

Dependable Power - Delighted Customer

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ডিপিডিসি)

বিদ্যুৎ ভবন, ১ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০।

সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন

- বিদ্যুৎ একটি অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সীমিত এই সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে আপনি ব্যবস্থা নিন এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করুন।

- বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হউন। আপনার বাসগৃহ অথবা কার্যালয়ে যত কম পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে চলে ঠিক ততটুকুই ব্যবহার করুন। এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, আপনার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে এবং সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করলে দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে।

- আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠান দু'শিফটে পরিচালিত হলে লোড-শেডিং পরিহারের জন্য পিক-আওয়ার (সন্ধ্যা ৫.০০ টা হতে রাত ১১.০০ টা পর্যন্ত) এর আগে বা পরে কাজের সময় নির্ধারণ করুন। আপনার কার্যালয়ে অথবা বাসগৃহে পানির পাম্প, ইস্ত্রি, মাইক্রোওভেন, গিজার, ওয়াশিং মেশিন, ড্রায়ারসহ অন্যান্য গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি পিক আওয়ারে ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

- আধুনিক প্রযুক্তির "এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও মোটর" কম বিদ্যুৎ দিয়ে চলে। এ ধরনের লাইট ও মোটরে বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম হয় বলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় এবং বিদ্যুৎ বিল কম হয়, সুতরাং আজ থেকেই "এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও মোটর" ব্যবহার করুন।

- আপনার বাসগৃহ ও কার্যালয়ে অনুমোদিত লোড অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার করুন। অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে বিতরণ ব্যবস্থায় কারিগরী সমস্যার সৃষ্টি হয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে। অতএব, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পেতে হলে অননুমোদিত লোড ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

- অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণকারীরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। ফলে বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দেয় এবং আপনি বৈধ বিদ্যুৎ গ্রাহক হয়েও চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। আসুন, আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলি।

- ডিপিডিসি এলাকায় অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বা অন্য যে কোন বিষয়ে আপনার কোন অভিযোগ থাকলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কমপ্লেইন সেল, কোম্পানী সচিবালয়, ডিপিডিসি বরাবরে অবহিত করুন। প্রয়োজনে আপনার পরিচয় গোপন রাখা হবে।

- ডিপিডিসি সর্বদা গ্রাহক সেবায় নিয়োজিত।

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot, Bangladesh Scouts, 60th Year, 8th Issue, August-2016

ISO 9001 : 2000
CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ
POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.
(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md. Toufiq Ali, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Directory in-Charge on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578